এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-১: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

প্রশ্ন ▶ ১ রফিক সিডরে মারা যাওয়ায় তার পরিবার অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় রফিকের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চলে না। এমন কি স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতারও শিকার হচ্ছে। উপরন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সংসারের ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। *[ঢা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮ ▌ প্রশ্ন নং ১; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Common Human Needs' গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রফিকের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা থেকে কী কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Common Human Needs' গ্রন্থের লেখক হলেন শার্লট টোলে।

খ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা সুস্পষ্ট হয়। এ আলোয় আলোকিত মানুষ যে কোনো ধরনের অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজে নিয়োজিত হয়। শিক্ষা মানুষকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত রফিকের পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা থেকে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতার মতো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন এ চাহিদার অন্তর্গত। এ চাহিদার অপূরণ থেকে বিভিন্ন রকমের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের রফিকের পরিবার সে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে।

উদ্দীপকের রফিক সিডরে মারা গেছে। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তার মৃত্যুতে পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রফিক মারা যাবার পর তার সন্তানরা কোনোরকমে জীবনধারণ করলেও লেখাপড়া করতে পারছে না। অথচ শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হলে নিরক্ষরতার মতো সমস্যা সৃষ্টি হবে। আবার স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্যারও অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সংসারের ব্যয়ভার মেটাতে রফিকের পরিবারের সদস্যরা হিমশিম খাচ্ছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে অনেকেই মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য অবৈধ পথ বেছে নেয়। ফলে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ বাড়ে। তাই বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে রফিকের পরিবারে ওপরে আলোচিত সমস্যা দেখা দেবে।

ঘ উদ্দীপকে রফিকের পরিবারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধপ্রবণতার মতো সমস্যার কথা উঠে এসেছে যেগুলো মোকাবিলায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম রয়েছে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার। বাংলাদেশ সরকার নাগরিকের এ অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সরকারিভাবে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ; মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক খাতে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আওতায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে (প্রথম থেকে উচ্চতর ডিগ্রি) ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে নিরক্ষরতা ছাড়াও রফিকের পরিবারে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধপ্রবণতার মতো সমস্যাও লক্ষ করা যায়। এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫১,০৮২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা ও উপজেলায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন এ ক্যাপসুল সপ্তাহ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকারিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও চালু আছে। এ খাতে সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন ভাতা বাবদ ২৩,৬০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সরকার গৃহীত কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২ বিগত বছরে হাওর অঞ্চলে অকাল বন্যায় কৃষকের প্রধান ফসল ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস বন্ধ থাকে। জরুরি চিকিৎসা সেবায়ও সংকট দেখা দেয়। আয়-রোজগার না থাকায় অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামত করতে পারেনি। *[ব. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮ ▌ প্রশ্ন নং ১; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট ▌ প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Common Human Needs' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১

খ. শিক্ষাকে কেন মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুপস্থিত মানবজীবনের মৌল মানবিক চাহিদার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন সমাজকর্মী শার্লট টোলে 'Common Human Needs' গ্রন্থটি রচনা করেন।

Teachingbiz.com

খ সামাজিকভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষকে যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় শিক্ষা তার অন্যতম। তাই একে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। এটি মনুষ্যত্ব অর্জনের একমাত্র উপায়। শিক্ষাই পারে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে। এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন, মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। এ কারণে শিক্ষাকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বস্ত্র, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

সমাজে বাস করার জন্য মানুষকে কিছু চাহিদা পূরণ করতে হয়। এগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। এসব চাহিদা পূরণ ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা বা উন্নত জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। এগুলো হলো— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা। এর মধ্যে উদ্দীপকে তিনটি চাহিদার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হাওর অঞ্চলের বন্যায় মানুষের ফসলহানি ঘটেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস বন্ধ থাকছে, চিকিৎসাসেবায় সংকট দেখা দিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তরা ঘরবাড়ি মেরামত করতে পারছে না। কিন্তু খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান ছাড়াও মানুষের আরো কিছু মৌল মানবিক চাহিদা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো বস্ত্র। এটি দৈনন্দিন প্রয়োজনের বিষয় ছাড়াও সভ্যতার অন্যতম প্রতীক। বস্ত্র ছাড়া কোনো মানুষ সভ্য সমাজে থাকতে পারে না। আবার চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। সুস্থ বিনোদন মানুষকে কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। এর অভাবে মানুষ স্বাভাবিক কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ইদানীং সামাজিক নিরাপত্তাকেও মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি) পাওয়ার অধিকার আছে। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকে বস্ত্র, সামাজিক নিরাপত্তা এবং চিত্তবিনোদন—এ মৌল মানবিক চাহিদাগুলোর ইঙ্গিত অনুপস্থিত।

ঘ উদ্দীপকে অনুপস্থিত মৌল মানবিক চাহিদা অর্থাৎ বস্ত্র, সামাজিক নিরাপত্তা ও চিত্তবিনোদনের তাৎপর্য অপরিসীম।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের জন্য এসব চাহিদা পূরণ হওয়া জরুরি।

বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। সভ্যতার সূচনা থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। বস্ত্র ছাড়া কোনো মানুষ সমাজে বাস করতে পারে না এবং এর অভাবে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। বস্ত্র লজ্জা নিবারণ ছাড়াও মানুষকে অতি শৈত্য বা উষ্ণতা এবং নানা ধরনের সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে। আবার খাদ্য যেমন দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি চিত্তবিনোদন মানুষের মনের খোরাক জোগায়। এর ফলে কাজে উদ্দীপনা আসে। কাজের ব্যস্ততার কারণে মানুষের জীবন মাঝে মাঝে একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তখন চিত্তবিনোদনমূলক কাজ মানুষের মনকে চাঙ্গা করে। ক্লান্তি দূর করে কাজের প্রেরণা জোগায়। শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই নয় শিশু, কিশোরদের ক্ষেত্রেও চিত্তবিনোদনের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

যান্ত্রিক ও ভোগবাদী এই যুগে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতির পরিমাণ অনেকটাই কমে এসেছে। তাই অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানে এটি মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মাধ্যমে বেকার, প্রতিবন্ধী, বিধবা, এতিম, প্রবীণসহ অসহায় ও দুস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে পরিবর্তন আসছে। তাই সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায় বস্ত্র, সামাজিক নিরাপত্তা ও চিত্তবিনোদন মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩ পঞ্চগড়ের সফিকুলের নাম দেশবাসীর মুখে মুখে। কারণ সে এবার ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অথচ কখনও দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খাবার পায়নি। এক কাপড়ে কেটেছে, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করাতে ব্যর্থ হয়েছে বার বার। পরিবারের ছয় সদস্য নিয়ে গাদাগাদি করে জরাজীর্ণ ঘরে সে রাত কাটাতো। অবশ্য পরিবারটি 'দশ টাকা কেজি চাল' কর্মসূচির আওতায় ছিল। আর এর মধ্যেই সফিকুল স্বপ্ন দেখতো সে ডাক্তার হবে, অসুস্থ মাকে সুস্থ করে তুলবে, সাথে সাথে গ্রামবাসীর সেবা করবে।

[চা; রা; কু; সি; য; বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ১]

ক. মৌলিক মানবিক চাহিদা কয়টি? ১

খ. বস্ত্রকে কেন মানবিক চাহিদা বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে সফিকুল কোন চাহিদা পূরণের স্বপ্ন দেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচি কি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক মানবিক চাহিদা ছয়টি; যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন।

খ মানুষের পক্ষে বস্ত্র ছাড়া সভ্য সমাজে বসবাস করা সম্ভব নয়। এ কারণে বস্ত্রকে মানবিক চাহিদা বলা হয়।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মানবিক চাহিদা। সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মানবিক বা সামাজিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্ত্র এ ধরনেরই একটি চাহিদা। বস্ত্র ছাড়া মানুষের পক্ষে সভ্য সমাজে থাকা সম্ভব নয়। পোশাক একদিকে লজ্জা নিবারণ করে মানুষকে সমাজে মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে শীত ও গরম এবং নানা ধরনের রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকের সফিকুল মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের স্বপ্ন দেখেছে।

একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাই হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকা যায় না।

প্রখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টোলে তার 'Common Human Needs' গ্রন্থে ছয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদার উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন। সমাজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই ছয়টি চাহিদা পূরণ হওয়া অত্যাবশ্যক। উদ্দীপকের সফিকুল কিছুদিন আগেও এই মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়া, মায়ের চিকিৎসা করায় ব্যর্থতা, জরাজীর্ণ ঘরে গাদাগাদি করে বাস করা— এসব থেকে সফিকুলের আগের অবস্থা অনুমান করা যায়। কিন্তু বর্তমানে সে মেধাতালিকায় স্থান করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে তার সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। সফিকুল এখন ডাক্তার হয়ে সংসারের দারিদ্র্য দূর করতে পারবে। মা ও গ্রামবাসীর চিকিৎসা করতে পারবে। সে পরিবারের সবার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, ভালো পোশাক এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও করতে পারবে। অর্থাৎ সফিকুল মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমে সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারবে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা খাদ্যের অভাব পূরণে সরকারের 'দশ টাকা কেজি চাল' কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে কেবল এই কর্মসূচিটি যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি আরও পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে দেশের মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব পালনে সরকারকে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন প্রতিটি খাতেই সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে। 'দশ টাকা কেজি চাল' এ ধরনেরই একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির ফলে উদ্দীপকের সফিকুলের পরিবারের মতো অনেক দরিদ্র পরিবার উপকৃত হচ্ছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো— এই কর্মসূচিটি কেবল খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ অন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যও আরও কর্মসূচি প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে স্বল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া সাধারণ মানুষের বস্ত্রের চাহিদা পূরণে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাসস্থান সমস্যার সমাধানে প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি ব্যবস্থাও করা উচিত। উপরের আলোচনা থেক তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত "দশ টাকা চাল" কর্মসূচি মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ জাহিদ হাসান স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে গ্রামে বসবাস করতেন। কিন্তু গ্রামে আয়ের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় কাজের সন্ধানে তিনি শহরে যান এবং রিকশা চালিয়ে সংসার চালান। তিনি যা আয় করেন তা দিয়ে সংসারের সবার খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন। বাসার পাশেই সরকারি প্রাইমারি স্কুল থাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও করান। কিন্তু স্বল্প আয়ের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজনমত কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারেন না, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে পারেন না এবং অবসর সময় কাটানোর জন্য একটি টিভিও কিনে দিতে পারেন না। তবে বস্তি এলাকায় বাস করলেও ঘরে থাকতে তাদের খুব একটি অসুবিধা হয় না।

[ব.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১; সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

ক. মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জাহিদ হাসানের পরিবার কী কী মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জাহিদ হাসান এবং তার পরিবার যে সকল চাহিদা পূরণ করতে পারছে তা যথার্থ কিনা? তোমার মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের পরিবার বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এই তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

একজন মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকা এবং সভ্য সমাজে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। এসব চাহিদার সবগুলো পূরণ না হলে মানুষের পক্ষে সমাজে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এ ধরনের তিনটি চাহিদা, যা থেকে জাহিদ হাসানের পরিবার বঞ্চিত হচ্ছে। জাহিদ হাসান দারিদ্র্যের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজনমত কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারেন না। অথচ বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এটি একদিকে মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্যদিকে মানবিক চাহিদা পূরণ করে। এ চাহিদা ঠিকমতো পূরণ না হলে সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করা যায় না। বস্ত্রের পাশাপাশি জাহিদ হাসানের পরিবার চিকিৎসা ও বিনোদনের চাহিদাও পূরণ করতে পারছে না। অথচ অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসার কোনো বিকল্প নেই। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন। সুস্থ জীবনের জন্য বিনোদনও অতি প্রয়োজনীয়। কারণ চিত্তবিনোদন হলো মনের খোরাক। এটি মানুষকে মানসিক শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। জাহিদ হাসানের পরিবার ওপরে উল্লেখ করা তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

ঘ উদ্দীপকের জাহিদ হাসান এবং তার পরিবার খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারছে। তবে আমি মনে করি, এই চাহিদা পূরণ যথাযথভাবে হচ্ছে না।

সমাজে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ছয়টি মৌল মানবিক চাহিদাই পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কোনো একটি চাহিদা পূরণ না হলে জীবনযাত্রায় অসঙ্গতি দেখা যায়। ফলে সভ্য সমাজে ভালোভাবে বসবাস করা সম্ভব হয় না। জাহিদ হাসানের পরিবারে তিনটি মৌলিক চাহিদা পূরণ হলেও তা যথেষ্ট নয়।

জাহিদ হাসান তার উপার্জন দিয়ে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি বাড়ির পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থাও করেছেন। তাছাড়া বস্তি এলাকায় থাকলেও তার বাসস্থানের চাহিদাও আপাতদৃষ্টিতে পূরণ হচ্ছে। তবে এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, তিনি অপর তিনটি চাহিদা অর্থাৎ বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা কার্যত করতে পারছেন না। এর প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। জাহিদ হাসান পরিবারের যে তিনটি চাহিদা পূরণ করতে পারছেন সেগুলোও তেমন মানসম্পন্ন নয়। অর্থাৎ এই চাহিদাগুলোও তার পরিবারে কোনো রকমে পূরণ হচ্ছে। ভালো খাবার বা থাকার স্থান তাদের নেই। জাহিদ হাসান ভবিষ্যতে সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় কতটুকু বহন করতে পারবেন তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ।

পরিশেষে বলা যায়, জাহিদ হাসানের পরিবারে তিনটি চাহিদা পূরণ হচ্ছে যা যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ সুমন আট সন্তানের জনক। পরিবারের সবাইকে নিয়ে একটি ছোট ঘরে বাস করে। অর্থাভাবে সে তার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। সেই সাথে পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয় না। এমনকি তার পরিবারে আনন্দ-উৎসব করার মতো কোনো ব্যবস্থাও নেই। *[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদাগুলোর নাম লেখো। ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদার একটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমনের পরিবারের অবস্থা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. সুমনের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন।

teachingbd24.com

খ মৌল মানবিক চাহিদার একটি তাৎপর্য হলো এগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে বিকশিত হতে পারে।

সমাজে মানুষের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের বিকল্প নেই। কেননা, এ চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমেই কেবল মানুষ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। মানুষের বেঁচে থাকা ও জীবনমানের উন্নয়নে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ভূমিকা রাখে। এছাড়া, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সম্পন্ন করে।

গ উদ্দীপকের সুমনের পরিবারের অবস্থা বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধকতাকে নির্দেশ করে।

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরকম দুটি কারণ হলো- অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য। কোনো রাষ্ট্রের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। আবার দারিদ্র্যও এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকের সুমনের পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সুমন আট সন্তানের জনক অর্থাৎ তার পরিবার অনেক বড়। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে সুমন সবার জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি মৌল মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করতে পারছে না। এক্ষেত্রে দারিদ্র্যও অন্যতম অন্তরায়। কারণ সুমনের আর্থিক অবস্থা যদি শক্তিশালী হতো তাহলে হয়তো আট সন্তান সত্ত্বেও পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারত। আর্থিক সামর্থ্য না থাকা এবং পরিবার বেশি বড় হওয়া-এ দুই সমস্যার কারণে সুমন তার পরিবারের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সুমনের পরিবারের অবস্থা বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা জনসংখ্যাধিক্য দারিদ্র্যকে নির্দেশ করছে।

ঘ সুমনের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমাজে মানুষের স্বাভাবিকভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য তার মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে অনেকেই মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। ফলে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধপ্রবণতা, নিরক্ষরতার মতো বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের সুমনের দশ সদস্যের বিশাল পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। এ অবস্থায় তার পরিবারে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার মতো সমস্যা সৃষ্টি হবে। শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তার সন্তানেরা নিরক্ষর বা অজ্ঞ থেকে যাবে। তাছাড়া অভাবের জেরে তার পরিবারের সদস্যরা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে যেকোনো পরিবারেই উল্লিখিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, খাদ্যের চাহিদা পূরণ না হলে পরিবারগুলোতে মারাত্মক পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগের অভাবে নিরক্ষরতা দেখা দেয় যা আবার পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যাধিক্য, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানামুখী সংকট তৈরি করে। এ ধরনের পরিবারের সদস্যরা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য অনেক সময় অবৈধ পথ বেছে নেয়। ফলে সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে সুমনের মতো পরিবার নানামুখী সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জামান সাহেব বিত্তশালী ব্যক্তি। গাড়ি বাড়ি সব কিছুই আছে। দুই ছেলেমেয়েকে তিনি ভালো স্কুলে পড়ান। তিনি ছেলেমেয়েদের সব চাহিদাই পূরণ করেন, কিন্তু তাদের খেলাধুলা, টিভি দেখা একদম পছন্দ করেন না। জামান সাহেব ছেলেমেয়ে দুটিকে পড়াশোনা নিয়ে এত চাপের মধ্যে রাখেন যে তারা ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. *'Common Human Needs'* গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. মানুষকে পরিপূর্ণ হিসেবে গড়ে তুলতে 'শিক্ষা' কীভাবে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকের ছেলেমেয়েদের কোন মানবিক চাহিদার ঘাটতি রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশু দুটির সমস্যা সমাধানে কে ভূমিকা রাখতে পারবে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক *'Common Human Needs'* গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত মার্কিন সমাজকর্মী শার্লট টোলে।

খ শিক্ষা আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের ধারণা সুস্পষ্ট হয়। শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ সব অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজে নিয়োজিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এ ছাড়া শিক্ষা সৎ গুণাবলি চর্চায় উৎসাহিত করে। এভাবে শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের জামান সাহেবের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা চিত্তবিনোদনের অভাব রয়েছে।

চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। প্রতিটি মানুষের জীবনেই এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য চিত্তবিনোদনের কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা, টিভি দেখা বা গল্প করার মতো বিনোদনমূলক কাজ শিশুর মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। চিত্তবিনোদনের অভাব হলে শিশুদের মনে নেমে আসে অবসাদ।

উদ্দীপকের ধনাঢ্য ব্যক্তি জামান সাহেব তার ছেলেমেয়েদের সব চাহিদাই পূরণ করেন। কিন্তু তাদের টিভি দেখা ও খেলাধুলা মোটেই পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তিনি তার ছেলেমেয়েদেরকে চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন। এর নেতিবাচক প্রভাবের কথাও উদ্দীপকে বলা হয়েছে। জামান সাহেবের ছেলেমেয়ে দুটি পড়াশোনার চাপে এবং চিত্তবিনোদনের অভাবে অবসাদে আক্রান্ত হয়। এমনকি এক পর্যায়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ বাধাধরা জীবনের একঘেয়েমি ও অবসাদ দূর করতে শিশু দুটির চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন থাকলেও তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ক্লান্তি তাদের শরীর ও মনকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং তারা শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছেলেমেয়েদের অন্যতম মানবিক চাহিদা চিত্ত বিনোদনের ঘাটতি রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশু দুটির সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

যেকোনো সামাজিক সমস্যার সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। কোনো মানুষকে সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুললে সে সাধারণত নিজ থেকেই তা সমাধানে সক্ষম হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে একজন সমাজকর্মীর লক্ষ্য হবে জামান সাহেবকে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

Teachingbd24.com

জামান সাহেব বিত্তশালী হলেও দৃশ্যত তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন না। এজন্যই সন্তানদের অন্য সব চাহিদা পূরণ করলেও চিত্তবিনোদন থেকে বঞ্চিত করেন। এ রকম ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। তিনি জামান সাহেবকে বোঝাতে পারেন, তার সন্তানদের অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য চিত্তবিনোদনের অভাবই দায়ী। তার কাছে অন্যান্য মৌল মানবিক চাহিদার মতো বিনোদনের গুরুত্বের বিষয়টি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সমাজকর্মী জামান সাহেবকে বোঝাতে সক্ষম হলে তিনি ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ ও সুস্থতার জন্য তাদের চিত্তবিনোদনের অভাব পূরণে সচেষ্ট হবেন বলে আশা করা যায়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মীই অভিভাবককে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ কানাইপুর এলাকাটি এখনো অনগ্রসর এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারণ এখানকার রাস্তাঘাট, হাটবাজার, অবকাঠামোগুলো যেমন অনুন্নত তেমনি এলাকার বাসিন্দাদের রয়েছে শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড অনীহা। তারা এখনো অলৌকিকতায় বিশ্বাসী বলে শারীরিক অসুস্থতায় ঝাড়ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্রই একমাত্র সম্বল। কাজের পরিবর্তে তারা অদৃষ্টের উপরই বেশি নির্ভরশীল থাকে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন সমাজবিজ্ঞানী মৌল মানবিক চাহিদাকে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে বাসস্থান পরিস্থিতির ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সমাজকর্মীর ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টোলে মৌল মানবিক চাহিদাকে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন।

খ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে বাসস্থান পরিস্থিতি খুব একটা ভাল নয়।

নিরাপদে বসবাসের জন্য বাস্থানের বিকল্প নেই। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাসস্থান সংকট বাড়ছে। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা শহরের প্রায় ২৫% মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৯ জন, শহরে ৪.৮ এবং গ্রামে ৪.৯ জন। বাংলাদেশ সরকার শহর এলাকার বাসস্থান সংকট কমিয়ে আনতে পূর্বাঞ্চল এলাকায় বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

গ উদ্দীপকে মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা পূরণের পথে অনেক অন্তরায় লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা, দরিদ্রতা, বেকারত্ব প্রভৃতি। বর্তমানে জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৯ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭) এবং এদেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্রতা, বেকারত্ব, অসচেতনতা, শিক্ষার সহজলভ্যতা প্রভৃতি কারণে মৌলিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার চাহিদা পূরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কানাইপুর নামক অনগ্রসর একটি গ্রামে শিক্ষার চরম সংকটের কারণে কুসংস্কার, ভুল চিকিৎসা, অলৌকিকতায় বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্যা রয়েছে। শিক্ষা মানুষকে আধুনিক করে তোলে এবং আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার অভাবে নিরক্ষর ও অজ্ঞ থেকে যায়। বাংলাদেশে খাদ্য সংকট থাকায় মানুষ শিক্ষার দিকে নজর দিতে পারছে না। অন্যান্য মৌলিক চাহিদা বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি চাহিদা অপূরণীয় থাকায় শিক্ষার প্রতি নজর দিতে পারছে না। স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, গৃহ ও বস্তিসমস্যা প্রভৃতি শিক্ষার চাহিদা পূরণকে প্রভাবিত করে। আর শিক্ষার অভাব নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা বৃদ্ধি করায় সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তেমনি উদ্দীপকের কানাইপুর গ্রামে শিক্ষা সংকট থাকায় নানারকম সমস্যা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষা পূরণের পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সমাজকর্মী ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব, কুসংস্কারে বিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি শিক্ষার পথকে রুদ্ধ করছে। সমাজকর্মী তার দক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে কাজে লাগিয়ে এসব দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা, আধুনিক চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করতে পারে। এ জন্য লিফলেট, সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকের কানাইপুর গ্রামে শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার ও ভুল চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে। এর পেছনে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাসহ সামগ্রিক অবস্থা দায়ী। একজন সমাজকর্মী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের শিক্ষাও প্রয়োগ করতে পারে। শিক্ষার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারে। এতে মানুষ তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়মুখী করবে। শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার প্রচারণা চালাতে পারে একজন সমাজকর্মী। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সমাজকর্মী কাজ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষের মৌল চাহিদা শিক্ষা পূরণে সমাজকর্মী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৮ দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর জনাব 'ক' বাংলাদেশে আসেন। ঢাকার কমলাপুর, গাবতলী, বিমানবন্দর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে তিনি দেখতে পান, অসংখ্য শিশু স্টেশনে রাত্রিযাপন করে। তাদের পরনে ছেঁড়া, ময়লা কাপড়। মন ভাল করার জন্য T.V, সিনেমা ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা নেই। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. শিশু কারা? ১

খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ২টি মৌল মানবিক চাহিদার উল্লেখ আছে, যা থেকে শিশুরা বঞ্চিত— চাহিদা দু'টির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৬ বছরের কম বয়সী সবাই শিশু।

খ সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থি কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের শিশুরা যে দুটি মৌল মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত তা হলো বস্ত্র ও বাসস্থান।

মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো বস্ত্র। বস্ত্র মানুষের একদিকে মৌলিক চাহিদা অন্যদিকে মানবিক চাহিদা পূরণ করে। কেননা এ চাহিদা ছাড়া মানুষের পক্ষে সমাজে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বস্ত্র একদিকে যেমন লজ্জা নিবারণ করে সমাজে বাঁচতে সাহায্য করে অন্যদিকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক আঘাত, বিভিন্ন রোগ থেকেও রক্ষা করে থাকে। আবার, বাসস্থান মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা। সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার পেছনে বাসস্থানের অবদান সবচেয়ে বেশি। পরিবার কাঠামো গড়ে ওঠার পটভূমি হলো বাসস্থান। এটি সমাজের ভিত্তি। সেই সাথে এটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করার একটি মাধ্যম। বাসস্থানের কারণেই মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, একাত্মতা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মানুষ কর্মক্ষেত্র থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিজ আবাসস্থলে ফিরে আসে। তাই সুষ্ঠু জীবনযাপন, সামাজিক নিরাপত্তা, আপদকালীন সহায়তা, গোপনীয়তা রক্ষার জন্য মানুষ বাসস্থান গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' বাংলাদেশে এসে কমলাপুর, গাবতলী, বিমানবন্দর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে দেখেন যে অসংখ্য শিশু স্টেশনে রাত কাটায়। তাদের পরনে ছেঁড়া, ময়লা কাপড়। এতে বোঝা যায়, এ শিশুরা বাসস্থান ও বস্ত্রের চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো বস্ত্র, বাসস্থান ও চিত্তবিনোদন। বাংলাদেশে এসব চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলো মৌলিক মানবিক চাহিদা। এগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তাবিনোদন। উদ্দীপকে দেখা যায়, অসংখ্য শিশু রাতে বিভিন্ন স্টেশনে ঘুমায়। তাদের পরনে ছেঁড়া ও ময়লা কাপড়। মন ভালো করার জন্য তাদের টিভি সিনেমার ব্যবস্থাও নাই। এতে বোঝা যায় উদ্দীপকের শিশুদের বাসস্থান, বস্ত্র ও চিত্তবিনোদনের অভাব রয়েছে।

বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। কিন্তু বাংলাদেশে বাসস্থানের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রতিবছর সাড়ে তিন লাখ বসতবাড়ির প্রয়োজন কিন্তু সে তুলনায় বাসস্থান বাড়ছে না। এক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে বাসস্থানের সংকট বেশি। আবার ঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বহু মানুষ গৃহহারা হচ্ছে। এ মানুষগুলো মাথা গোঁজার জন্য শহরে চলে আসছে। এতে শহরে বাসস্থান সমস্যা আরও বাড়ছে। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যানুযায়ী ঢাকাতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করে। আমাদের আরেকটি মৌলিক মানবিক চাহিদা হলো বস্ত্র। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক কারণে এদেশের সব শ্রেণি পেশার মানুষের পক্ষে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় বস্ত্রের উৎপাদনও কম। এজন্য প্রতিবছর বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ কাপড় আমদানি করতে হয়। এছাড়া চিত্তবিনোদনও মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। যদিও বর্তমানে আমাদের দেশ চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। বিশেষ করে বেসরকারি অনেক স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে যা দেশের বিনোদনের ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়েছে। এছাড়া দেশে খেলাধুলার বিকাশ ঘটেছে এবং পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটেছে বিনোদনের অন্যতম উৎস।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায় উদ্দীপকে এদেশের ইঙ্গিতকৃত বাসস্থান ও বস্ত্রের চাহিদার ঘাটতি থাকলেও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ ভূমিহীন কৃষক রফিক মিয়ার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। অর্থাভাবে তিনি তার পরিবারের ৬ সদস্যের মুখে তিন বেলা খাবার যোগাতে পারে না। পাশাপাশি তিনি তার ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেনি। আবার তিনি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে চিকিৎসা করাতে পারেননি। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মৌলিক চাহিদা কী? ১

খ. সামাজিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের রফিক মিয়ার পরিবারে কোন কোন চাহিদা পূরণ হচ্ছে না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত চাহিদাগুলো পূরণের পথে অন্তরায়/বাধাগুলো আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের বেঁচে থাকা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ হওয়া প্রয়োজন তাই মৌলিক চাহিদা।

খ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সামাজিক জীবন যাপনের জন্য যে চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া অপরিহার্য সেগুলোকেই সামাজিক চাহিদা বলা হয়।

সামাজিক জীবনে স্বাভাবিকভাবে চলা এবং উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য মানুষের কিছু চাহিদা যেমন- বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন, নিরাপত্তা প্রভৃতি পূরণ হওয়া জরুরি। মানুষের এই চাহিদাগুলোই সামাজিক চাহিদা। এগুলোকে মানবিক চাহিদাও বলা হয়।

গ উদ্দীপকের রফিক মিয়ার পরিবারে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এ তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

সাধারণত মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন এ চাহিদার অন্তর্গত বিষয়।

উদ্দীপকে রফিক মিয়ার পরিবারে খাবারের অপ্রতুলতা, অভাবের কারণে সন্তানদের স্কুলে না পাঠানো, জটিল রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে না পারার বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এ বিষয়গুলো মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। সুতরাং প্রশ্নানুযায়ী বলা যায়, রফিক মিয়ার পরিবারে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক মিয়ার মতো পরিবারগুলোর মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পারার একাধিক অন্তরায় লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে সব সমস্যার মূলে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা। বাড়তি জনসংখ্যার কারণে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে এখনও অনেক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্যের কারণে তারা ন্যূনতম মৌল চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত। বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশে প্রায়ই আঘাত হানে। সেই সাথে বেকার সমস্যা ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার দেশে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে অধিকাংশ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের ৭০-৮০ ভাগ লোক এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, অথচ তাদের চাষাবাদ পদ্ধতি অনুন্নত। এর ফলে প্রত্যাশিত ফলন না পাওয়ায় মৌল চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের হার অনেক বেশি। ফলে দরিদ্র লোকজন ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এছাড়াও দ্রব্যমূল্য

Teachingbd24.com

বৃদ্ধির কারণে নিম্ন আয়ের লোকজনের জীবনযাপন অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে। কেননা, দ্রব্যমূল্য বাড়লেও মানুষের আয় আশানুরূপ হারে বাড়ে না। সর্বোপরি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং শহরে লোকসংখ্যার চাপ বেশি হওয়ার ফলে ভূমিহীন কৃষক রফিকের পরিবারের মতো পরিবারগুলোতে মৌল চাহিদা পূরণ করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ রীমা বাবা-মায়ের সাথে মিরপুরে একটি ফ্ল্যাটে থাকে। তার চার ভাই-বোন স্কুলে পড়ে। তার বাবা তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার ও সুন্দর পোশাকের ব্যবস্থা করেন। অবসরে সবাই মিলে বেড়াতে যান, গল্প-গুজব করেন। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. মানবিক চাহিদা কী? ১

খ. 'চিত্তবিনোদন একটি মৌলমানবিক চাহিদা' বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে রীমার কোন মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণের বর্ণনা অনুপস্থিত? ৩

ঘ. উক্ত অনুপস্থিত চাহিদাটি অন্য চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের চাহিদা পূরণ প্রয়োজন সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলে।

খ মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। চিত্তবিনোদনের ফলে মানুষের মনে আসে আনন্দ, কাজে পায় শক্তি ও প্রেরণা, দূর হয় একঘেয়েমি। মানুষ বাস্তব জীবনে এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে, মাঝে মধ্যে কাজে একঘেয়েমি চলে আসে, কাজে মন বসে না। তখনই দরকার নির্মল চিত্তবিনোদনের, যা ক্লান্তি দূর করে নতুন কাজ করার শক্তি জোগায়।

গ উদ্দীপকে রীমার মৌল মানবিক চাহিদা স্বাস্থ্য পূরণের বর্ণনা অনুপস্থিত।

সমাজে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে এবং সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। এ চাহিদাগুলো পূরণ না করলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষের এসব চাহিদা পূরণ করা আবশ্যক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রীমা বাবা-মায়ের সাথে একটি ফ্ল্যাটে থাকে। এছাড়া তারা চার ভাই-বোন স্কুলে পড়ে। তারা পুষ্টিকর খাবার খায়; সুন্দর পোশাক পড়ে এবং অবসরে বেড়াতে যায়, গল্প গুজব করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য মৌল মানবিক চাহিদা যথাক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনকে নির্দেশ করে। কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল মানবিক চাহিদা স্বাস্থ্য উদ্দীপকে অনুপস্থিত। যা মানুষ কর্মক্ষম ও আর্থ-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যহীনতা মানুষকে হীনমন্যতায় ভোগায়। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে সুস্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অন্যতম উপাদান। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে মৌল মানবিক চাহিদার স্বাস্থ্যের বর্ণনা অনুপস্থিত।

ঘ উক্ত অনুপস্থিত চাহিদাটি হলো স্বাস্থ্য, যা অন্যান্য চাহিদাকে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

মৌল মানবিক চাহিদা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভূমিকা পালনে ও মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। এর কোন একটির অভাব অন্য চাহিদাগুলোকে উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সেইসাথে বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি করে।

স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণ করা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অভাবে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মানুষের কোনো কিছুই ভালো লাগে না। সুস্বাস্থ্যের সাথে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন বস্ত্র সব কিছুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে খাদ্যগ্রহণে অনীহা দেখা দেয়, বাসস্থানে ভালো লাগে না, সুস্বাস্থ্যের অভাবে অপুষ্টি দেখা দেয়, যা মেধাশক্তি বিকাশের অন্তরায়। এভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া চিত্তবিনোদন যা মনের খোরাক মেটায় কিন্তু স্বাস্থ্যই যদি ভালো না থাকে, এ চাহিদাও গৌণ হয়ে পড়ে। মানুষের মাঝে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। হীনমন্যতায় ভোগে। সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এভাবে স্বাস্থ্য অন্যান্য মৌল মানবিক চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুপস্থিত মৌল মানবিক চাহিদা স্বাস্থ্য যদি যথাযথভাবে পূরণ না হলে অন্যান্য চাহিদাগুলোকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'ক' গ্রামে গত বছর খরায় সমস্ত আবাদি ফসল নষ্ট হয়। ঐ গ্রামের সকলেই ফসলের অভাবে ঠিকমত তাদের চাহিদা মেটাতে পারেনি। এ পর্যায়ে রোগ-বালাই প্রকট আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে সরকার তাদের চাহিদা পূরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. কাদেরকে চরম দরিদ্র বলে গণ্য করা হয়? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'ক' গ্রামে কোন কোন চাহিদার অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত পরিস্থিতিতে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে তুমি মনে কর? মন্তব্য করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনিক যারা ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করে তাদের চরম দরিদ্র বলে।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের 'ক' গ্রামে খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অভাব রয়েছে।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে। খাদ্য ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদায় মধ্যে অন্যতম। মানুষ জন্মগ্রহণের পর তার বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খাদ্যের দরকার হয়। আবার মানুষের আরেকটি মৌলিক মানবিক চাহিদা হলো স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বলতে মানুষের শারীরিক মানসিক উভয় ধরনের সুস্থতাকে বোঝায়। এর অভাবে মানুষ দুর্বল, কর্মশক্তিহীন ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদ্দীপকে এ দুটি চাহিদার অভাবকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' গ্রামে খরায় আবাদি ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ গ্রামের কেউই ফসলের অভাবে খাদ্যের চাহিদা ঠিকমতো পূরণ করতে পারেনি। এক পর্যায়ে সেই গ্রামে রোগ-বালাই প্রকট আকার ধারণ করে।

তাই বলা যায়, 'ক' গ্রামে খাদ্য ও স্বাস্থ্য নামক মৌলিক মানবিক চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উক্ত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অভাবে 'ক' গ্রামে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রধান হলো খাদ্য। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষম ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। আর পরিমিত ও সুষম খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। আবার স্বাস্থ্য মানুষের আরেকটি মৌল মানবিক চাহিদা,

Teachingbd24.com

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাই হলো স্বাস্থ্য। আর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার অভাবে স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। স্বাস্থ্যহীনতা বলতে রোগে আক্রান্ত হওয়া বা দেহ ও মনের সুস্থতার অভাবকে বোঝায়। এছাড়া মানুষ যখন মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হয় তখন তা পূরণের জন্য বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ প্রভৃতি কাজে জড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে 'ক' গ্রামে খরার কারণে ফসল নষ্ট হওয়া ঐ এলাকার মানুষ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এজন্য 'ক' এলাকার জনগণের মধ্যে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিবে। আবার খাদ্য ও স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ঐ এলাকার অনেকেই চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির মতো অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' গ্রামে উদ্ভূত পরিস্থিতে সেখানে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও অপরাধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১২

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন

↓

?

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

ক. খাদ্যের উপাদান কয়টি? ১

খ. বস্ত্র সভ্যতার বাহক — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে '?' স্থানে উপযুক্ত শব্দটি বসাও ও তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়া মানুষের প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য আর কী চাহিদা রয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের উপাদান ছয়টি।

খ বস্ত্রকে সভ্যতার বাহক বলা হয়। কেননা, এটি আদিম অবস্থা থেকে মানুষকে বর্তমান সময়ের সভ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কোনো মানুষ বস্ত্র ছাড়া সভ্য সমাজে বসবাস করতে পারে না।

বস্ত্রহীন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোনো মানুষ বস্ত্রহীন অবস্থায় বাড়িতে থাকলে বা বাইরে গেলে সামাজিকভাবে তাকে হেয় হতে হবে। মানুষ তাকে পাগল হিসেবে ধরে নেবে। এতে বোঝা যায় বস্ত্রটি সভ্যতার প্রতীক।

গ উদ্দীপকের '?' স্থানে উপযুক্ত শব্দটি হলো মৌল মানবিক চাহিদা।

মানুষসহ জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য তাকে মৌলিক চাহিদা বলে। একে জৈবিক বা দৈহিক চাহিদাও বলা হয়। অন্যদিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ একান্ত অপরিহার্য, সেগুলোকে মানবিক চাহিদা বলে। মানবিক চাহিদাকে অনেক সময় সামাজিক চাহিদা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজবদ্ধ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে মৌল মানবিক চাহিদার কথা বলা হয়েছে। এসব চাহিদা মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া মানুষের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে। এ চাহিদাগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা জরুরি।

উদ্দীপকের ছকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদন প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে যা মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা। তবে এগুলো ছাড়াও ঘুম, নিরাপত্তা, যৌনপ্রবৃত্তি ইত্যাদিও মানুষের উল্লেখযোগ্য চাহিদা। কেননা, খাবার না খেলে যেমন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তেমনি নিরাপত্তা ও ঘুম ছাড়াও মানুষ দিনের পর দিন জেগে থাকতে পারে না। আবার মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যৌনপ্রবৃত্তিও পূরণ করা জরুরি। এজন্য ঘুম, নিরাপত্তা, যৌনপ্রবৃত্তিকে মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদা ছাড়াও ঘুম, নিরাপত্তা ও যৌনপ্রবৃত্তি মানুষের উল্লেখযোগ্য চাহিদা।

প্রশ্ন ▶ ১৩ নদী ভাঙনের শিকার জহির মিয়া ঢাকায় চলে আসে। খাদ্যের অভাবে জহির মিয়ার ছেলে-মেয়েরা অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে ব্যর্থ হয়ে জহির মিয়ার অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিরাজ করছিল। পরবর্তীতে সরকার গৃহীত একটি কর্মসূচির অধীনে জহির মিয়ার পরিবারের জীনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১]

ক. মৌল মানবিক চাহিদার একটি উদাহরণ দাও। ১

খ. মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ সকল নাগরিকের জন্য অপরিহার্য- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জহির মিয়ার পারিবারিক অবস্থার আলোকে বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধকতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে যে কর্মসূচির ইঙ্গিত রয়েছে তার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌল মানবিক চাহিদার একটি উদাহরণ হলো খাদ্য।

খ সমাজে বেঁচে থাকা এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া জরুরি।

মানুষের মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন। এসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমেই মানুষ সমাজে মর্যাদাপূর্ণভাবে টিকে থাকে। এসব চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের সুষ্ঠুভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই সকল নাগরিকদের মৌলমানবিক চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জহির মিয়ার পরিবারিক অবস্থার মাধ্যমে নির্দেশিত বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধকতা-গুলো হলো দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান অন্তরায় হলো দারিদ্র্য। এদেশের শতকরা ৩১.৫% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের কারণে তারা পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন প্রভৃতি চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। প্রতিবছর এদেশের মানুষ খরা, বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দুর্যোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এতে তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অনেকে তাদের সহায়-সম্বল হারিয়ে শহরে গিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জহির মিয়া নদীভাঙনের শিকার হয়ে ঢাকায় চলে এসেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে মৌলমানবিক চাহিদার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। আবার দরিদ্রতার কারণে সে বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ করতে পারেনি, যা এদেশে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান প্রতিবন্ধক।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা এদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদাপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ সরকার এদেশের দুঃস্থ ও অসহায় জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। যেমন: হত দরিদ্রদের খাদ্য চাহিদা পূরণে ভিজিএফ, ভিজিডি, টিআর ও কাবিখা কর্মসূচি চালু করেছে। পাশাপাশি বয়স্কদের জন্য বয়স্কভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, গৃহ নির্মাণের জন্য গৃহায়ন তহবিল প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া সামাজিক কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চালুকৃত আরও কিছু কর্মসূচি হলো ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি ইত্যাদি। এ কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতির চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে অনেকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ হওয়ায় তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে। এভাবে এই কর্মসূচিগুলো এদেশের দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জহির মিয়া নদী ভাঙনের শিকার হয়ে শহরে এসে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে না পেরে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। পরবর্তীতে সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে সে পরিবারের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌলমানবিক চাহিদা পূরণে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রহিম মিয়া স্ত্রী সন্তান নিয়ে গ্রামে বসবাস করতো। কিন্তু গ্রামে আয়ের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় কাজের সন্ধানে শহরে চলে আসেন এবং রিক্সা চালিয়ে সংসার চালান। তিনি যা আয় করেন তা দিয়ে পরিবারের সবার খাবার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং বাসার পাশেই সরকারি প্রাইমারী স্কুল থাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও করান। কিন্তু কম আয়ের কারণে স্ত্রী সন্তানদের প্রয়োজন মতো কাপড়-চোপড় দিতে পারেন না। অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে পারেন না এবং অবসরে বিনোদনের জন্য একটি টিভিও কিনে দিতে পারেন না।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১]

ক. চাহিদা কত প্রকার? ১

খ. বস্ত্রকে কেন মানবিক চাহিদা বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে রফিক মিয়ার পরিবার কী কী মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রফিক মিয়া ও তার পরিবার যে সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারছে তা যথার্থ কিনা? তোমার মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিদা দুই প্রকার। যথা— ১. মৌলিক চাহিদা ২. মানবিক চাহিদা।

খ মানুষের পক্ষে বস্ত্র ছাড়া সভ্য সমাজে বসবাস করা সম্ভব নয়। এ কারণে বস্ত্রকে মানবিক চাহিদা বলা হয়।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মানবিক চাহিদা। সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মানবিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্ত্র এ ধরনেরই একটি চাহিদা। বস্ত্র ছাড়া মানুষের পক্ষে সভ্য সমাজে থাকা সম্ভব নয়। পোশাক একদিকে লজ্জা নিবারণ করে মানুষকে সমাজে মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে শীত ও গরম এবং নানা ধরনের রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সমাজকর্মী পল্লব সামাজিক সমস্যার উপর পিএইচডি করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। রাতের ঢাকার স্বাভাবিক চিত্র দেখে তিনি অবাক হন। রাস্তার পাশে, রেল ও বাস টার্মিনালে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে নানা ধরনের মানুষ। এসব দৃশ্য একদিকে তাকে মর্মাহত করে, অন্যদিকে তিনি তার প্রশ্নের জবাবটি খুঁজে পান। তার ধারণা, মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যা। *[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ১]*

ক. মানুষের আশ্রয়স্থল কী? ১

খ. মৌলিক মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটিতে কোন মৌলিক মানবিক চাহিদাটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ উক্তিটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বলে তোমার মনে হয়? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাসস্থানই হলো মানুষের আশ্রয়স্থল।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকটিতে মানুষের অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থানের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাসস্থান বলতে মানুষের বসবাস করার জন্য স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার পেছনে বাসস্থানে অবদান সবচেয়ে বেশি। এটি সমাজের ভিত্তি। সেই সাথে এটি বিভিন্ন প্রকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাসস্থানের কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সংহতি একাত্মতা, গোষ্ঠী জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এছাড়া সুষ্ঠু সহায়তা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকতে হলেও পরিবার গঠন করতে তাকে কোনো না কোনো আবাসস্থলে বসবাস করতে হয়। তাই বাসস্থান একটি অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমাজকর্মী পল্লব সামাজিক সমস্যার উপর পিএইচডি করে দেশে ফিরেছেন। রাতে ঢাকার স্বাভাবিক চিত্র তাকে অবাক করে দেয়। মানুষ রাস্তার পাশে, রেল ও বাস টার্মিনালে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে। উদ্দীপকের এ দৃশ্য মানুষের গুরুত্বপর্ণ মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থানে সমস্যাকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত মৌল মানবিক চাহিদাটি হচ্ছে বাসস্থান।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের সর্বশেষ লাইন অর্থাৎ 'মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়'। উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত।

মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অসামাজিক কর্মকান্ড ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে প্রধান কারণ হলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা। বাংলাদেশে এ চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো পুষ্টিহীনতা।

বিশ্বব্যাংকের জরিপে উল্লেখ আছে, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ২৬ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। সেই সাথে প্রতিবছর ৩০ হাজার শিশু ভিটামিন 'এ' এর অভাবে অন্ধ হচ্ছে।

Teachingbd24.com

এছাড়া শিক্ষার মতো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে বেকারত্ব সমস্যা দেখা দেয়। একইসাথে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, অপরাধপ্রবণতা, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্যার মূল কারণও নিরক্ষরতা। অন্যদিকে বাংলাদেশে বাসস্থানের মতো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ায় বস্তি এবং গৃহসমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। সাধারণত শহরাঞ্চলের বস্তিগুলো মাদক চোরাচালানসহ নানা ধরনের অসামাজিক কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যা সমাজে ব্যাপকমাত্রায় অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকেও মানুষের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থান সমস্যা। আর এ চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নানান ধরনের সামাজিক সমস্যা। মূলত মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের তাগিদেই এরূপ সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে অন্যতম কারণই হলো মৌল মানবিক চাহিদার পূরণের অপূর্ণতা।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সুমন ঢাকা শহরে একটি বস্তিতে বসবাস করে। সে সারাদিন কাগজ কুড়ায়। দিন শেষে যা টাকা পায়, তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালায়। ছোট দুই বোন এবং মায়ের ভরণপোষণ এবং বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে সে হিমশিম খায়। সংসারে সবাই খেয়ে না খেয়ে কোনো রকমে দিনযাপন করছে। প্রায়শই অভুক্ত থাকা সুমনের পরিবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]*

ক. Common Human Needs গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অপূরিত মৌল মানবিক চাহিদা কীভাবে পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী? উদ্দীপকের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Common Human Needs গ্রন্থটির লেখক শার্লট টোলে।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয়, সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ছয়টি মৌল মানবিক চাহিদাই পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কোন একটি চাহিদা পূরণ না হলে জীবনযাত্রার অসঙ্গতি দেখা দেয়। তারমধ্যে মানুষের প্রথম ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য। খাদ্য বলতে সেসব বস্তু বা দ্রব্যকে বোঝানো হয় যা শরীরের বৃদ্ধি ঘটায় ও কর্মশক্তি দানে সাহায্য করে। প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ না করলে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকে সুমন ঢাকা শহরে একটি বস্তিতে বাস করে এবং দিন শেষে কাগজ বিক্রির টাকা দিয়ে কোনো মতে সংসার চালায়। ছোট দুই বোন এবং মায়ের ভরণপোষণ ও বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে সে হিমশিম খায়। সেই সাথে সংসারে সবাই খেয়ে না খেয়ে কোনো মতে দিনযাপন করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য দ্বারা সুমনের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদার ঘাটতিকে বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতিকে। খাদ্য মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি মৌল মানবিক চাহিদা। তাই বলা যায়, সুমনের পরিবারে মৌল মানসিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ খাদ্যের মতো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার কারণে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

সাধারণত পরিমিত খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। খাবারের ছয়টি উপাদানের কোনো একটির ঘাটতিই পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে তারা পর্যাপ্ত খাবার পায় না। আর পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এদেশের মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ফলে তারা রক্তশূন্যতা, চক্ষুরোগ, রিকেটস, রাতকানাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষা যার অভাবে এদেশের মানুষ নিরক্ষর। এ নিরক্ষতার কারণে জনগণ খাদ্যে গ্রহণের ক্ষেত্রে অসচেতন। যার ফলে খাবার তালিকায় সুষম খাদ্যের অভাব থেকে যায়; যা তাদের পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী। এছাড়া সুষম খাদ্য গ্রহণের অভাবে দেশের ১৮ শতাংশ গর্ভবতী মা অপুষ্টির শিকার ও ৩৬ শতাংশ শিশু কম ওজনসহ জন্ম নিচ্ছে।

উদ্দীপকের সুমন ঢাকা শহরে সারা দিন কাগজ কুড়ায়। সে যে টাকা উপার্জন করে তা দিয়ে পরিবারে সদস্যদের ভরণপোষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হয়। এর ফলে তার পরিবারে খাদ্যের চাহিদা যেমন পূরণ হয় না তেমনি তারা পুষ্টিহীনতাতেও ভোগে। এ থেকে বোঝা যায় সুমনের পরিবার অপুষ্টি শিকার। বিশেষ করে যার ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, অপূরিত মৌল মানবিক চাহিদা খাদ্যই পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ১৭ আব্দুল জব্বার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় পরিবারের সদস্যের হাতে খাবার ও পরিধেয় সামগ্রী তুলে দিতে হিমশিম খাচ্ছে। অন্যদিকে ২জন স্কুলে যাবার উপযোগী মেয়েকে অভাবের কারণে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া স্ত্রী একধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হলেও তিনি ডাক্তার ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করতে টাকার জন্য তাকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Common Human Needs গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জব্বারের পরিবারে কোন চাহিদা অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জব্বারের পরিবারের বঞ্চিত চাহিদা পূরণের উপায় ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক '*Common Human Needs*' গ্রন্থের লেখক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টোলে (Charlotte Towle)।

খ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে সব চাহিদা পূরণ প্রয়োজন সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা হলো মানুষের শারীরিক মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো মূলত মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদার সমন্বিত রূপ।

গ জব্বারের পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এ চারটি মৌল মানবিক চাহিদা অনুপস্থিত।

সাধারণত মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন এ চাহিদার অন্তর্গত বিষয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে জব্বারের পরিবারে খাবারের অপ্রতুলতা, পরিধেয় বস্ত্রের সংকট, অভাবের কারণে সন্তানদের স্কুলে না পাঠানো, জটিল রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে না পারার বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এ বিষয়গুলো মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। সুতরাং প্রশ্নানুযায়ী বলা যায়, জব্বারের পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি রয়েছে।

ঘ জব্বারের পরিবারের বঞ্চিত চাহিদা পূরণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। এ চাহিদা পূরণ না হলে মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের জব্বারের পরিবারের মতো অবস্থার উত্তরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে সেচ সুবিধা, কৃষি ঋণ প্রদান, উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ সরবরাহ, পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া খাদ্য ঘাটতি দূর করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলকও কর্মসূচিও প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া বস্ত্র চাহিদা পূরণের জন্য কাপড়ের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের বস্ত্রনীতির সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া দেশের সকল মানুষের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণও বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার্জনে সবাইকে আগ্রহী করে তোলার জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা সর্বজনীন করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে শিক্ষানীতির যথার্থ প্রয়োগ জরুরি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে চিকিৎসা সুবিদার ঘাটতি একটি বড় সমস্যা এক্ষেত্রে দেশের সকল মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর জন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহী করা, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবাকে আধুনিকায়ন ও প্রসারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জব্বারের পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে কয়েকশ শিক্ষক-কর্মচারী গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সরকার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর থেকে তারা আমরণ অনশন শুরু করেন। টানা ছয়দিনের অনশনের পর বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন তাদের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে শিক্ষকগণ হাসিমুখে বাড়ি ফেরেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ২]

ক. VGF -এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. অপুষ্টি কেন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রধানমন্ত্রীর উক্ত প্রতিশ্রুতি কোন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত চাহিদা পূরণে বাংলাদেশে আর কোনো সরকারি উদ্যোগ কার্যকর আছে কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক VGF-এর পূর্ণরূপ Vulnerable Group Feeding.

খ সাধারণত পরিমিতি খাবারের অভাবে পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টি হয়।

একজন মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো ও গুণগত খাবারের প্রয়োজন। যে খাদ্যে খাবারের ছয়টি গুণ, যথা— শর্করা, স্নেহ পদার্থ, পানি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন বিদ্যমান সেই খাবার হলো পুষ্টিসম্মত খাবার। আর পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবারের ঘাটতি থেকে অপুষ্টি দেখা দেয়।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি শিক্ষার মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে।

যেসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশ সাধন হয় তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা একটি। এর মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। তাই উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষকরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের এ দাবি মেনে নেন এবং দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। কেননা, এ ওয়াদা বাস্তবায়ন হলে শিক্ষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। শিক্ষকেরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। আর মনুষ্যত্ব অর্জন করার মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া একজন মানুষ তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে পারে না। তাই, শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। এমনকি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য মানুষকে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। শিক্ষাই পারে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে। তবে এগুলো মানুষ একা অর্জন করতে পারে না। বরং শিক্ষকের সহায়তাতেই একজন মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আর শিক্ষকেরা যদি তাদের অধিকার যথাযথভাবে পায় তাহলে কর্মক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতা বাড়ে। এতে শিক্ষার মান উন্নত হয়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি বেগবান হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে।

ঘ উক্ত চাহিদা পূরণে অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আরও বিভিন্ন রকমের সরকারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে।

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম উপায়। বাংলাদেশ সংবিধানে সব নাগরিকের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ অনুযায়ী, দেশব্যাপী সাক্ষরতার হার ছিল ৬২.৩%। শিক্ষা ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতির কারণ হলো এ ব্যাপারে সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ। ২০১০ সালে সরকার যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করে। এটি এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনেছে। এ নীতির আলোকেই ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণি-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব পাঠ্যবইয়ে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। যোগ করা হয়েছে নতুন নতুন বিষয়বস্তু। মুখস্থনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে সৃজনশীল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটছে। আবার ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন বদলে দিয়েছে। এছাড়া অষ্টম শ্রেণি শেষে 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা' গ্রহণ করা হচ্ছে; যার ফলে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য ন্যূনতম সার্টিফিকেট পাচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান শিক্ষা বিস্তারকে আরও বেগবান করছে। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

teachingbdx.com

প্রশ্ন ▶ ১৯ আনিছ সিডরে মারা যাওয়ায় তার পরিবার অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় আনিছের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চলে না। এমন কি স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতারও শিকার হচ্ছে। উপরন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য সংসারের ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▌প্রশ্ন নং ১]*

ক. PRSP -এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আনিছের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে কী কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PRSP-এর পূর্ণরূপ হলো— Poverty Reduction Strategic Paper.

খ সুস্বাস্থ্য মানুষের দক্ষতা ও কর্মউদ্দীপনা বৃদ্ধির মূল নিয়ামক, তাই একে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ম হচ্ছে সুস্থ, সবল ও দক্ষ জনশক্তি। কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার কারণে জনগণের গুণগত মান ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। যা দেশের উৎপাদনে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে সমাজে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পায়। এসব কারণেই স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০

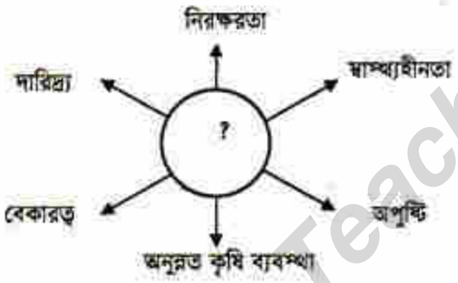

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ▌প্রশ্ন নং ১]

ক. জ্ঞানের বাহন কোনটি? ১

খ. মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সৃষ্ট সমস্যাগুলো সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা হলো জ্ঞানের বাহন।

খ শিল্প সমাজকর্ম (Industrial Social Work) বলতে কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে বোঝায়।

শিল্প সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষায়িত শাখা। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। মূলত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক ভূমিকা ও মানবিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করাই শিল্প সমাজকর্মের লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য। বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তির অবস্থান হতে হয় মর্যাদাপূর্ণ। সেজন্য একজন মানুষের বেঁচে থাকতে যা যা প্রয়োজন তা পূরণ করাই হলো মৌল মানবিক চাহিদা। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। যদি কেউ এগুলোর বেশিরভাগ পূরণ করতে না পারে তাহলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

উদ্দীপকের ছকচিত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা; যেমন— অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার দিক উঠে এসেছে। এসব সমস্যা মূলত মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত অবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

ঘ উদ্দীপকের ছকচিত্রের মাধ্যমে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য সমস্যার কথা উঠে এসেছে। যেগুলো মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানেও সব নাগরিকের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সরকারিভাবে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ; মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক খাতে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আওতায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে (প্রথম থেকে উচ্চতর ডিগ্রি) ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিরক্ষরতা ছাড়াও আমাদের দেশে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধপ্রবণতার মতো সমস্যাও লক্ষ করা যায়। এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫১,০৮২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি— Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা ও উপজেলায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন এ ক্যাপসুল সপ্তাহ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়া দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের জন্য সরকারিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও চালু আছে। এ খাতে সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন ভাতা বাবদ ২৩,৬০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। আশা করা যায় এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সরকার গৃহীত কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১ নিজাম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে গিয়ে যে সব চাহিদাগুলো পূরণ করতে হয় তার কোনোটিই সে পারছে না। শারীরিক দুর্বলতার কারণে শ্রমসাধ্য কোনো কাজও করতে পারে না। এ অবস্থায় জীবনযাপন তার কাছে দুর্বিসহ।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ▌প্রশ্ন নং ৬]

Teachingbd24.com

ক. SDG কী? ১
খ. 'চাহিদা' প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে নিজামের পরিবারে কোন অপূরিত চাহিদাটির ব্যাপকতা দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' কথাটি উদ্দীপকের নিজামের অন্যান্য চাহিদাগুলো পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে- কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SDG হচ্ছে (Sustainable Development Goals) বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

খ চাহিদা হলো মানুষের দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন।
মানুষের বেঁচে থাকা, কল্যাণ এবং পরিপূর্ণতার জন্য চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। তবে স্থান-কাল-পাত্র, সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে এর মাঝে ভিন্নতা দেখা যায়।

গ উদ্দীপকের নিজামের পরিবারে স্বাস্থ্য চাহিদার অপূরণজনিত অবস্থার ব্যাপকতা দেখা যায়।
মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য। বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তির অবস্থান হতে হয় মর্যাদাপূর্ণ। সেজন্য একজন মানুষের বেঁচে থাকতে যা যা প্রয়োজন তা পূরণ করাই হলো মৌল মানবিক চাহিদা। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। যদি কেউ এগুলোর বেশিরভাগ পূরণ করতে না পারে তাহলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।
উদ্দীপকের নিজাম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যে চাহিদাগুলো দরকার তার কোনোটিই সে বা তার পরিবার পূরণ করতে পারছে না। দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী নিজাম আয় উপার্জনমূলক কাজও করতে পারছে না। অনুমান করা যায় নিজামদের পরিবারে খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না। যে কারণে তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। এর পাশাপাশি অসুখ হলে অর্থের অভাবে তারা চিকিৎসা সেবাও নিতে পারে না। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অভাবে তাদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। তাই বলা যায়, নিজামের পরিবারে স্বাস্থ্য চাহিদার অপূরণজনিত ঘাটতি দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকের নিজাম মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যায় ভুগছে যার পেছনে স্বাস্থ্যহীনতা অন্যতম। কিন্তু স্বাস্থ্য অন্যান্য চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল মানবিক চাহিদা। স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতাকে বোঝানো হয়। স্বাস্থ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় সুস্থতাকে নির্দেশ করে। তাই স্বাস্থ্যকে সকল সুখের মূল বলা হয়।
স্বাস্থ্য অন্যান্য চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এছাড়া শরীর ও মন ভালো না থাকলে যত অর্থ-বিত্তই থাকুক না কেন কোনো কিছুতেই শান্তি আসে না। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- পুষ্টিহীনতা, কর্মক্ষমতা হ্রাস, বেকারত্ব, বিকলাঙ্গতা মানসিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি ইত্যাদি দেখা দেয়। তাই দেখা যায়, সুস্বাস্থ্যের অভাবে মানুষে প্রয়োজনীয় মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে। একজন স্বাস্থ্যবান লোক পরিশ্রমী ও কর্ম, অধ্যবসায়ী হয়। ফলে আর্থিকভাবেও সচ্ছল থাকে যা তার মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী লোক সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সেইসাথে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে। তাই একজন মানুষকে সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হতে হয়। আর সুস্বাস্থ্য মানুষের মন ও শরীরকে সতেজ রাখে। এভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান ও চিত্তবিনোদন তথা সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনযাপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকে নিজাম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যেসব চাহিদা প্রয়োজন কোনোটিই পূরণ করতে পারছে না, এর পেছনে তার শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান। কারণ দুর্বল দেহের জন্য সে কোনো কষ্টসাধ্য কাজ করতে পারে না, যার তার মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ বাধা সৃষ্টি করে।
সুতরাং বলা যায়, সুস্বাস্থ্য মানুষের অন্যান্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ আলী আজগর তার পরিবারের সদস্যদের থাকা খাওয়ার সংস্থান করলেও সন্তানদের পড়ালেখা করানো তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। পরিবারের সকল সদস্যদের প্রয়োজনীয় কাপড় দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। অসুস্থ পিতাকে অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না। সন্তানদের বিনোদনের জন্য টেলিভিশন কেনার মতো সমর্থও নাই।
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ১]

ক. একটি মানবিক চাহিদার নাম উল্লেখ করো। ১
খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আলী আজগরের পরিবার কোন কোন মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি মানবিক চাহিদা হলো বস্ত্র।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।
মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের আলী আজগরের পরিবার বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এই তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।
একজন মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকা এবং সভ্য সমাজে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। এসব চাহিদার সবগুলো পূরণ না হলে মানুষের পক্ষে সমাজে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এ ধরনের তিনটি চাহিদা, যা থেকে আলী আজগরের পরিবার বঞ্চিত হচ্ছে। আলী আজগর দারিদ্র্যের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজনমত কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারেন না। অথচ বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এটি একদিকে মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্যদিকে মানবিক চাহিদা পূরণ করে। এ চাহিদা ঠিকমতো পূরণ না হলে সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করা যায় না। বস্ত্রের পাশাপাশি জাহিদ হাসানের পরিবার চিকিৎসা ও বিনোদনের চাহিদাও পূরণ করতে পারছে না। অথচ অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসার কোনো বিকল্প নেই। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন। সুস্থ জীবনের জন্য বিনোদনও অতি প্রয়োজনীয়। কারণ চিত্তবিনোদন হলো মনের খোরাক। এটি মানুষকে মানসিক শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। আলী আজগরের পরিবার ওপরে উল্লেখ করা তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এ কারণে তারা সমাজে ভালোভাবে জীবন-যাপনে ব্যর্থ হচ্ছে।

Eduinfo24.com

ঘ আলী আজগরের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমাজে মানুষের স্বাভাবিকভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য তার মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে অনেকেই মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। ফলে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধপ্রবণতা, নিরক্ষরতার মতো বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের আলী আজগরের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। এ অবস্থায় তার পরিবারে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার মতো সমস্যা সৃষ্টি হবে। শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তার সন্তানেরা নিরক্ষর বা অজ্ঞ থেকে যাবে। তাছাড়া অভাবের জেরে তার পরিবারের সদস্যরা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে যেকোনো পরিবারেই উল্লিখিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, খাদ্যের চাহিদা পূরণ না হলে পরিবারগুলোতে মারাত্মক পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগের অভাবে নিরক্ষরতা দেখা দেয় যা আবার পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যাধিক্য, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানামুখী সংকট তৈরি করে। এ ধরনের পরিবারের সদস্যরা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য অনেক সময় অবৈধ পথ বেছে নেয়। ফলে সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে আলী আজগরের মতো পরিবার নানামুখী সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ চাহিদা শুধুমাত্র মানবজাতির মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। মানবজীবনের চাহিদার কোনো শেষ নেই, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা পরিলক্ষিত হয় না। তারপরও সমাজবিজ্ঞানীরা মানবজীবনের চাহিদাগুলোকে Basic Need ও Felt Need এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। একজন সমাজবিজ্ঞানী মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি Basic Need বা মৌল মানবিক চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো একেবারেই না হলে নয়। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ১]*

ক. কয়টি মৌল মানবিক চাহিদার কথা উল্লেখ আছে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা কী? ২

গ. সাধারণত কোন মৌল চাহিদাটিকে মানবজীবনের জন্য সর্বপ্রথম চাহিদা মনে করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত মৌল চাহিদাগুলোর তাৎপর্য মানবজীবনে অপরিসীম— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌল মানবিক চাহিদা ছয়টি।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ খাদ্যকে মানবজীবনের জন্য সর্বপ্রথম মৌল মানবিক চাহিদা মনে করা হয়।

মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য। খাদ্য ছাড়া কোনো প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। খাদ্য মানুষের দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে তাদেরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করে। এজন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় ছয়টি উপাদানের উপস্থিতি জরুরি। যেমন- শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি। আর খাদ্যে এ সকল উপাদানের ঘাটতি হলে বা প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ না করলে মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি খাদ্য আমাদের দেহ ও মনকে সচল রাখে। আর মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে তার এই মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পারলে বা ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যার মধ্যে খাদ্য অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, মানব জীবনের সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য।

ঘ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য মৌল মানবিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজে বাস করার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। সমাজজীবনে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে বেঁচে থাকার জন্য এর গুরুত্ব অনেক। আর মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, দারিদ্র্য, জনসংখ্যা সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সূত্রপাত হয়। যা যেকোনো দেশের স্বাভাবিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেহেতু মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য যেহেতু সে তার এ চাহিদাগুলো পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যখনই ব্যর্থ হয় তখন সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যা কোনো দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এভাবে মৌল মানবিক চাহিদা সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। এ চাহিদা চিরন্তন ও সর্বজনীন। প্রত্যেকে তার অস্তিত্ব, মর্যাদা, দৈহিক বিকাশ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য যেকোনো উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। সর্বোপরি সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মানবজীবনে মৌল মানবিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুতরাং বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের ছয়টি মৌল মানবিক চাহিদা যার প্রত্যেকটি পরস্পর নির্ভরশীল। মানব জীবনে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সমাজের যত ধরনের ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার সবকটির উৎপত্তি না পাওয়া থাকে। মানবজীবনের প্রত্যাশিত চাহিদার সাথে প্রাপ্তির গরমিল হলেই দেখা দেয় নানা সমস্যা। মৌল চাহিদা মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। চাহিদার অপূরণ মানুষকে পাষাণ করে, অনৈতিক ও খারাপ পথে ধাবিত করে। প্রতিটি মানুষ চায় যে করেই হোক তা মৌল চাহিদাগুলো পূরণ হোক। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ২]*

ক. 'The Common Human Needs' গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. তুমি কি মনে কর আমাদের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদাগুলো যথাযথ ভাবে মানুষ পূরণ করতে পারছে? না হলে কেন পারছে না? লিখ। ৩

ঘ. আমাদের সমাজে অনেক সমস্যা রয়েছে যা কি-না মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ার ফলেই ঘটছে, সমস্যাগুলো কী কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'The Common Human Needs' গ্রন্থটির লেখক হলেন শার্লট টোলে।

Teachmeboza.com

খ মৌল মানবিক চাহিদার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এ চাহিদা চিরন্তন ও সর্বজনীন এবং জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য যেমন জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে হয় তেমনি সামাজিক চাহিদাও পূরণ করতে হয়। তা না হলে ব্যক্তি বা দলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তাই এ চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। অপরদিকে এ চাহিদা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানে তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে তাই মৌল মানবিক চাহিদা সর্বজনীন।

গ হ্যাঁ, আমি মনে করি আমাদের সমাজের মানুষ মৌল মানবিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে না। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেকারত্বসহ প্রভৃতি কারণে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। এ বাড়তি জনসংখ্যা দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। এছাড়া দারিদ্র্য মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে আর একটি সমস্যা। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২৩.২%। সরকার এ দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্র গ্রহণ করলেও তা আশানুরূপ কমছে না। এর পিছনে কাজ করছে অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব ও নিরপেক্ষতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা। ফলে অনেকে ন্যূনতম মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি, নদীভাঙন ইত্যাদি মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। যার ফলে এর ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়; যা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে ব্যহত করছে। পাশাপাশি বেকারত্ব, কৃষিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সমানভাবে দায়ী। সুতরাং বলা যায়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে না। এর পিছনে উপরোল্লিখিত কারণগুলো প্রতিবন্ধকতা রূপে কাজ করে।

ঘ আমাদের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদা অপূরণ জনিত কারণে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন- পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বস্তি সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা, নৈতিক অধঃপতন, ভিক্ষাবৃত্তিসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের মতো স্বল্প মাথাপিছু আয়ের দেশে বিভিন্ন কারণে অনেকেই এ চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে নানা ধরনের সমস্যার সূত্রপাত হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায় না। আর পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এদেশের মানুষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এর ফলে তারা রক্তশূন্যতা, চক্ষুরোগ, রিকেটস, রাতকানাসহ বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশের প্রায় ৩৭.৭০% লোক এখনও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা তাদের জ্ঞানের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। সৃষ্টিশীল ও উন্নয়নমূলক কাজ থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া নিরক্ষরতার ফলে অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেকে গৃহহারা হয়ে শহরে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। এতে বস্তি সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালে বিবিসি সর্বশেষ যে বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোক গণনা করে তাতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শহর এলাকাগুলোতে মোট বস্তির সংখ্যা হলো ১৩,৯৩৮টি। এতে বসবাসরত মানুষ কেবল গৃহ সমস্যাই সৃষ্টি করেনি, বরং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ ও অপরাধ প্রবণতারও উৎপত্তি ঘটিয়েছে। কেননা একজন মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না তখন সে অবৈধ পথ বেছে নেয়। এর ফলে হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, পাচার ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরিত থাকলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও নেতিবাচক পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ দরিদ্র শফিক পাঁচ সন্তানের জনক। একটি মাত্র ঘরে তারা বসবাস করে। ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অনটনের কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারেন না। বাসায় বিনোদনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন চাহিদাকে সভ্যতার প্রতীক বলা হয়? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের শফিকের পরিবারের প্রধান চাহিদা কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে উক্ত চাহিদার সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে- বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বস্ত্রকে সভ্যতার প্রতীক বলা হয়।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের শফিকের পরিবারের প্রধান চাহিদা হলো বাসস্থান, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন যা মানুষের অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকেই মৌলিক মানবিক চাহিদা বলা হয়। এ চাহিদা পূরণ না হলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন। প্রত্যেক মানুষেরই এ চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া জরুরি।এগুলো পূরণের ব্যর্থতা থেকে নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা স্বাস্থ্যহীনতার মতো নানাধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

উদ্দীপকের শফিক পাঁচ সন্তানের জনক। তাঁরা একটিমাত্র ঘরে বসবাস করে। ইচ্ছা থাকলেও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারেনি। তার ঘরে বিনোদনেরও তেমন ব্যবস্থা নেই। এতে বোঝা যায়, শফিকের পরিবারে মৌলিক মানবাধিকারগুলোর মধ্যে বাসস্থান, শিক্ষা ও বিনোদনের অভাব রয়েছে।

ঘ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে উক্ত চাহিদা অর্থাৎ মৌল মানবিক চাহিদার সংকট দিন দিন বাড়ছে।

শিল্প বিপ্লব অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোনো একটি বিশেষকাজে শ্রমিক দক্ষ না হলে কাজ পায় না। ফলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। শিল্প বিপ্লব যত কর্মের সংস্থান করছে, তার চেয়ে অধিক কর্ম কেড়ে নিয়েছে। শিল্পায়নের ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে হাতের পরিবর্তে যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটে। এতে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়ে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সাথে জড়িয়ে থাকে মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সংকট। উদ্দীপকের দরিদ্র শফিক পাঁচ সন্তান নিয়ে একটি মাত্র ঘরে বসবাস করে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের পড়াশোনা

Teachingbazar.com

করাতে পারেন না। বাসায় বিনোদনেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। আর এসব কিছুর মূলে রয়েছে আর্থিক অভাব অনটন, যা কিনা শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট সংকটের একটি রূপ।

শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেরুকরণ শুরু হয়। শিল্পপতিরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং তাদের কারখানা গ্রাস করার ফলে শাসক ও শোষিত দুটি শ্রেণির উদ্ভব হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় তাতে কেবল বড় বড় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরাই টিকে থাকে। মালিক শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণিকে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুঁজিপতি ও মালক পক্ষ শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে কর্মে নিয়োগ দেয়। ফলে উৎপাদনের মাত্রা কমে যায় এবং অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে মৌলিক মানবিক চাহিদার সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে- বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মৌলিক চাহিদার অর্থ মূল চাহিদা। মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা। মানবজাতি যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, মৌলিক চাহিদাগুলোর পূরণ হতেই হবে। পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থার সব ক্ষেত্রে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা, অযাচিত ঘটনা, দুর্ঘটনা সব কিছুর মূলে দায়ী মৌলিক চাহিদাগুলোর অপূরণজনিত অবস্থা। বাংলাদেশের জনগণ এখনো পুরোপুরি উন্নয়নের শিখরে পৌছাতে পারছে না। তবে পৌছানোর পথে। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ১]*

ক. মৌলিক মানবিক চাহিদা কয়টি? ১

খ. মৌলিক মানবিক চাহিদার ২টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২

গ. উপরে উল্লেখিত উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমানে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অবস্থার চিত্র কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত অবস্থায় দেখা দেয় ব্যাপক সমস্যা— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক মানবিক চাহিদা ৬টি।

খ মৌল মানবিক চাহিদার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এ চাহিদা চিরন্তন ও সর্বজনীন এবং জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য।

মানুষের জীবন ধারনের জন্য যেমন জৈবিক পূরণ করতে হয় তেমনি সামাজিক চাহিদাও পূরণ করতে হয়। তা না হলে ব্যক্তি বা দলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তাই এ চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। অপরদিকে এ চাহিদা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। তাই মৌলমানবিক চাহিদা সর্বজনীন।

গ উদ্দীপকের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা সে দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল ও স্বল্পোন্নত দেশ। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজমান সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি অন্যতম। আবাদী জমি হ্রাস ও জমির খন্ড-বিখণ্ডতা, ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের অসম বন্টন ইত্যাদি এদেশের খাদ্য ঘাটতির প্রধান কারণ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি বেসরকারি খাতে আমদানি ৪০ লক্ষ মে.টন। এ তথ্য দ্বারা মৌল মানবিক চাহিদার অন্যতম উপাদান খাদ্য সংকটকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার জন্য ১৫২.৫ কোটি মিটার কাপড়ের ব্যবহার ধরা হয়। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। কেননা মোট বস্ত্র উৎপাদনের বেশিরভাগই বেসরকারি খাতে হয়। এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী ৫৪.৯ শতাংশ পরিবার শহরে আর ৯৬.২ শতাংশ গ্রামের নিজ বাড়িতে বাস করে। ভূমি তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বসত ভিটাহীন পরিবারের সংখ্যা ১৪ লাখ ৯১ হাজার ৮৫৫ টি। এরূপ পরিবারের সংখ্যা ২১ লাখ ৬২ হাজার ৮০৩টি। এ তথ্য দ্বারা বর্তমান বাংলাদেশের বাসস্থানের চিত্র ফুটে উঠে। যা মানুষের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এছাড়া শিক্ষা পরিস্থিতিও খুব একটা সুবিধাজনক নয়। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৫১.৮ ভাগ শিক্ষিত যার মধ্যে ৫৪.১ ভাগ পুরুষ ৪৯.৪ ভাগ মহিলা। স্বাস্থ্য মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ সুবিধা এবং স্বাস্থ্য সেবার মান প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বাংলাদেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ায় চিত্তবিনোদনের মতো মৌল চাহিদা তেমন গুরুত্ব বহন করছে না। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী ৩২.২% থানার টেলিভিশন ও ক্যাবল সংযোগ রয়েছে। যা জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। এভাবে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতার আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এসব চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়।

ঘ মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যা সামাজিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের মতো স্বল্প মাথাপিছু আয়ের দেশে বিভিন্ন কারণে অনেকেই এ চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে নানা ধরনের সমস্যার সূত্রপাত হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায় না। আর পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এদেশের মানুষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এর ফলে তারা রক্তশূন্যতা, চক্ষুরোগ, রিকেটস, রাতকানাসহ বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশের প্রায় ৩৭.৭০% লোক এখনও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা তাদের জ্ঞানের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। সৃষ্টিশীল ও উন্নয়নমূলক কাজ থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া নিরক্ষরতার ফলে অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেকে গৃহহারা হয়ে শহরে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। এতে বস্তি সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালে বিবিসি সর্বশেষ যে বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোক গণনা করে তাতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শহর এলাকাগুলোতে মোট বস্তির সংখ্যা হলো ১৩,৯৩৮টি। এতে বসবাসরত মানুষ কেবল গৃহ সমস্যাই সৃষ্টি করেনি, বরং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ ও অপরাধ প্রবণতারও উৎপত্তি ঘটিয়েছে। কেননা একজন মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না তখন সে অবৈধ পথ বেছে নেয়। এর ফলে হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, পাচার ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকেও এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ থেকে বহুমুখী সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ দরিদ্র কৃষক জাহিদ মিয়ার ছয়জন ছেলে-মেয়ে তাদের কেউই নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না। জাহিদ চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করে। ফলে উৎপাদিত ফসলে পরিবারের সকলের খাবারের ব্যবস্থা করা তার জন্য কষ্টকর। বাঁশ, খড় দিয়ে তৈরি ঘরে জাহিদ পরিবার নিয়ে বসবাস করে, যেখানে বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে।

[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ১০]

Teachingbd24.com

ক. Common Human Needs গ্রন্থটি কার লেখা? ১
খ. মন তৈরির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জাহিদ মিয়ার পরিবারের কীসের অভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জাহিদ মিয়ার পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যে সব অন্তরায় রয়েছে তার দূরীকরণের উপায় আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Common Human Needs গ্রন্থটির লেখক হলো Charlotte Towle.

খ মন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো শিক্ষা।
শিক্ষাই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন, মূল্যবোধ অর্জন এবং সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা দান করে। মানুষের দেহ, মন, আত্মার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। একমাত্র শিক্ষাই মানুষের মননশীলতা ও বিবেকের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষাকে মানুষের মন তৈরির প্রয়োজনীয় চাহিদা বলা হয়।

গ জাহিদ মিয়ার পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদার অভাব দেখা যায়।
মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য। বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তির অবস্থান হতে হয় মর্যাদাপূর্ণ। সেজন্য একজন মানুষের বেঁচে থাকতে যা যা প্রয়োজন তা পূরণ করাই হলো মৌল মানবিক চাহিদা। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। যদি কেউ এগুলোর বেশিরভাগ পূরণ করতে না পারে তাহলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন: জনসংখ্যাবৃদ্ধি, আবাসন সংকট, অপুষ্টি অপরাধ প্রবণতা, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তিসহ বিভিন্ন সমস্যা।
উদ্দীপকের জাহিদ একজন দরিদ্র কৃষক। তার ছয় জন ছেলে মেয়ে। তাদের কেউ নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না। সেই সাথে চাষাবাদের ক্ষেত্রে সে প্রাচীন পদ্ধতির ব্যবহার করে। এছাড়া তার পরিবার খাদ্য, আবাসন সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। উদ্দীপকের এ সকল সমস্যার পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মৌল-মানবিক চাহিদার অপূরণ। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের জাহিদ মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যায় ভুগছে।

ঘ জাহিদ মিয়ার পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় হিসেবে অধিক জনসংখ্যা, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাব, ও বাসস্থান সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন- পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা, বিভিন্ন কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস ইত্যাদি। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন, খাদ্যসমস্যা, অজ্ঞতা, বাসস্থান সমস্যা, কুসংস্কার, কৃষি জমির অভাব ইত্যাদি সমস্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সকল সমস্যা মোকাবিলার সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। খাদ্য ঘাটতি মেটাতে কৃষকদের মাঝে ঋণ প্রদান, সেচ সুবিধা, উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ সরবরাহ করছে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি VGF, VGD, TR ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য এর অন্যতম। শিক্ষা মানুষের মৌল মানবিক অধিকার। বাংলাদেশ সংবিধানে সকলের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ও সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। বর্তমানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে সরকার বই বিতরণ করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হচ্ছে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন। সেই সাথে সরকার বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে পারেন। শুধুমাত্র সরকারের একার প্রচেষ্টায় কোন ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যায়। উদ্দীপকের জাহিদের পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাসহ আবাসন,শিক্ষা, অনুন্নত চাষাবাদ প্রভৃতি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। আর এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকার উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
সুতরাং বলা যায়, জাহিদ মিয়ার পরিবারের মৌল মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ সুমন আট সন্তানের জনক। পরিবারের সকল সদস্য নিয়ে একই ঘরে বাস করে। অর্থাভাবে সে তার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয় না। এমনকি তার পরিবারের আনন্দ উৎসব করার মতো কোন ব্যবস্থাও নেই। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৪]*
ক. মৌল মানবিক চাহিদাগুলোর নাম লেখ। ১
খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে চিত্তবিনোদনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সুমনের পরিবারের অবস্থা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থা নির্দেশ করে? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. সুমনের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন।

খ মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। চিত্তবিনোদনের ফলে মানুষের মনে আসে আনন্দ, কাজে পায় শক্তি ও প্রেরণা, দূর হয় একঘেয়েমি। মানুষ বাস্তব জীবনে এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে, মাঝেমধ্যে কাজে একঘেয়েমি চলে আসে, কাজে মন বসে না। তখনই দরকার নির্মল চিত্তবিনোদনের যা ক্লান্তি দূর করে নতুন কাজ করার শক্তি জোগায়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আধুনিক সভ্যতায় উন্নয়নের ছোঁয়া জীবন যাত্রার সর্বত্র বিরাজ করছে। কিন্তু এ দেশের অগণিত শিশু এখনও ফুটপাতে ঘুমায়। তাদের নেই স্থায়ী ঠিকানা, নেই খাওয়ার নিশ্চয়তা আর স্কুলে যাওয়ার স্বপ্ন। তারা জীবন যুদ্ধের কাছে হার মেনেছে। উক্ত অবস্থা নিরসনে সরকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাসহ খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১]
ক. Common Human Needs গ্রন্থের লেখক কে? ১
খ. "শিক্ষাই মানুষকে প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে" —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শিশুরা কোন কোন মৌল মানবিক চাহিদা হতে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি কি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট? মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Common Human Needs' গ্রন্থের লেখক হলেন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টোলে।

খ শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করার মাধ্যমে প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ ধারণা সুস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এভাবেই শিক্ষা মানুষকে প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দানে ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে শিশুরা বাসস্থান, শিক্ষা, খাদ্য এ তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

সাধারণত একজন মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়। বাসস্থান, খাদ্য ও শিক্ষা মৌল মানবিক চাহিদার অন্তর্গত বিষয়। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য। শিশুর জন্মের আগে থেকেই খাবারের প্রয়োজন হয় যা সে মায়ের কাছ থেকে গ্রহণ করে। জন্মের পর তার বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সবার আগে খাদ্য প্রয়োজন। সেইসাথে নিরাপত্তা ও দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য বাসস্থান অপরিহার্য। আর শিক্ষা ছাড়া শিশু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে না। উদ্দীপকে এই তিনটি মৌল মানবিক চাহিদার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে শিশুদের স্থায়ী ঠিকানার অভাব, খাদ্যের অভাব, আর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাই তারা জীবন যুদ্ধের কাছে হার মেনেছে। এই বিষয়গুলো মৌল মানবিক চাহিদা হিসাবে বাসস্থান, খাদ্য ও শিক্ষার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করেছে। সুতরাং বলা যায়, দেশের অগণিত শিশু মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থান, খাদ্য ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঘ না, উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।

খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্তর্গত বিষয়। এসব চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা নানামুখী সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। শিক্ষার অভাবে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতাসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার খাদ্য ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে মানুষের পুষ্টিহীনতা, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি দেখা দেয়।

কিন্তু উল্লেখিত তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হলেই শিশুদের সব চাহিদা পূরণ হয়ে যায় না। তাই উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি তথা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাসহ খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি শিশুদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট বলা যায় না। কারণ শিশুর নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের জন্য বাসস্থান অপরিহার্য, যেটি সরকারের কর্মসূচিতে উল্লেখ নেই। পাশাপাশি চিত্তবিনোদন বিষয়েও কোনো পদক্ষেপের কথা উল্লেখ নেই। খাদ্য যেমন দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে, তেমনি চিত্তবিনোদনের ফলে কাজে উদ্দীপনা আসে। এটি মানুষকে শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। সামাজিক মানুষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। উল্লেখিত বিষয়গুলো উদ্দীপকের সরকারের গৃহীত কর্মসূচিতে নেই।

পরিশেষে বলা যায়, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন ও নিরাপত্তা এই সবগুলো চাহিদাই শিশুর জীবনে অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ওয়াহিদ একদিন নীলক্ষেতের রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ৫-৬ জন শিশু কুড়িয়ে আনা খাবার খাচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থাও তেমন ভাল না। সে আরও কিছুদূর গিয়ে দেখল, অনেক মানুষ ফুটপাতে রাত্রিযাপন করছে। *[সাভার সরকারি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. WHO এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য মৌলিক চাহিদা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শিশুরা কোন কোন মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের বর্তমান মৌলিক চাহিদারই পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WHO এর পূর্ণরূপ World Health Organization.

খ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য মৌলিক চাহিদা প্রয়োজন।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন মানসিক ও সামাজিক বিকাশ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা করে। অথচ মৌলিক চাহিদার অপূরণ ব্যক্তির মানবিক গুণাবলির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

গ উদ্দীপকে শিশুরা মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য ও বাসস্থানের চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

খাদ্য হলো একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। খাদ্য চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের শারীরিক বিকাশ ও সুস্থতা বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে বাসস্থান মানে হলো স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা। এটি মানুষের আদি ও সহজাত মৌলিক প্রয়োজন। বাসস্থানের কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, একাত্মতা ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে শিশুরা মৌলিক মানবিক চাহিদা খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার রুন তা কুড়িয়ে আনা খাবার খাচ্ছে। অন্যদিকে যারা ফুটপাতে রাত্রিযাপন করছে তারা বাসস্থানের চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের বর্তমান মৌলিক চাহিদারই প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু তিন হাজার কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তিকে নূন্যতম ও প্রয়োজনীয় চাহিদা হিসেবে ধরা হয়। অথচ বাংলাদেশের মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ২, ১২২ কিলোক্যালরি খাবার গ্রহণ করে। এদের মাঝে ৫২.৫% শহরের এবং ৪২.৫% গ্রামের মানুষ। অন্যদিকে প্রতিবছর ঝড় বন্যা জলোচ্ছাস, নদী ভাঙন ইত্যাদি কারণে বহু মানুষ গৃহহীন হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মতে, গ্রামীণ জনগণের ৭% অন্য বাড়িতে, ২২.৬% জরাজীর্ণ বাসগৃহে এবং শহরের ৮% লোক বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে সে হারে বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এর সুব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ফুটপাতে রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

উদ্দীপকে শিশুরা যে কুড়ানো খাবার খাচ্ছে তা মূলত মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণকে চিত্রায়িত করে। দরিদ্র ও অসহায় শিশুরা প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে ফুটপাতে অবস্থান করার কারণে বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত পরিস্থিতি উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ বিগত জুন মাসে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। এতে দেখা যায়, দেশে পাশের হার প্রায় ৮০%। প্রায় সোয়া লক্ষ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, সারাদেশে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী পাশ করেছে তার একটি বিরাট অংশ আসন না থাকার কারণে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হতে পারবে না। কর্মমুখী শিক্ষা অর্থাৎ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ এখন পর্যন্ত ছাত্র অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়।

[শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

Teachingbd24.com

ক. সামাজিক চাহিদার অপর নাম কী? ১
খ. বাসস্থান কি মানবিক চাহিদা? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে বাংলাদেশে শিক্ষার চাহিদার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে তা সমাধানে তোমার সুপারিশ ব্যক্ত কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক চাহিদার অপর নাম মৌল মানবিক চাহিদা।

খ হ্যাঁ, বাসস্থান মানবিক চাহিদা।
সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার পেছনে বাসস্থানের অবদান সবচেয়ে বেশি। বাসস্থানের কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, একাত্মতা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ কারণে বাসস্থানকে মানবিক চাহিদা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে বাংলাদেশে শিক্ষার চাহিদা অপ্রতুলতাকে নির্দেশ করে।
শিক্ষা বলতে জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া দুটিকেই বোঝায়। শিক্ষা ছাড়া জগত ও জীবন সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা অর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য মানুষকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এছাড়া দেহ, মন ও আত্মার বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ ব্যক্তিত্ব গঠন, মানবিক মূল্যবোধ অর্জন, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়।
বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৩.৬%। এর মানে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার পরও উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আসন এদেশে নিশ্চিত হয় না। এর অন্যতম কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে দেশে শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগের অপ্রতুলতা এদের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সারাদেশে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, পর্যাপ্ত আসন না থাকায় এর বড় অংশই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশে শিক্ষার অপূরণজনিত অবস্থা ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হলো নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা তথা পরিপূর্ণ যথার্থ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অভাব।
শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য। "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" -এ কথাটি উপলব্ধি করে সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনগুলো দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও এদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং জনগণের দরিদ্র অবস্থা শিক্ষার সুযোগকে সহজলভ্য করছে না।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে তা সমাধানে আমাদের প্রথম করণীয় হলো দারিদ্র্য দূরীকরণের সাথে সাথে নিরক্ষরতা দূর করা। বাংলাদেশের শিক্ষাজনিত সমস্যা সমাধানে আরও করণীয় দিকগুলো হলো শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, জনসাধারণকে সচেতন করা, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো, শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া, কারিগরি শিক্ষায় বয়স ও যোগ্যতায় শিথিলতা আনা ইত্যাদি। এছাড়া উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে কর্মমুখী শিক্ষা অর্থাৎ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লেখিত পদক্ষেপ বা কর্মকাণ্ড নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার অন্তরায় দূর করতে প্রয়াসী হতে পারি।

প্রশ্ন ▶ ৩২ জাকিয়া জানতে পারে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৩.৬ ভাগ। ইউনিসেফের তথ্যমতে বাংলাদেশের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায়, তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাইমারি শিক্ষা শেষ না করে স্কুল ছেড়ে চলে যায়।
[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১]

ক. মৌল মানবিক চাহিদা কয়টি? ১
খ. বেকারত্ব বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের জাকিয়ার জানা তথ্য বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের এই অবস্থা বাংলাদেশে কী ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌল মানবিক চাহিদা ৬টি।

খ সাধারণত বেকারত্ব বলতে মানুষের কর্মহীন অবস্থাকে বোঝানো হয়। কোনো ব্যক্তি যদি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আয় উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে না পারে, তাহলে তাকে বেকার বলা হয়। বেকারত্ব ধারণাকে বুঝতে হলে যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো— যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো কাজ করে না, যারা কাজ করতে সক্ষম, যারা কাজ করতে চায়। অর্থাৎ যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায়; অথচ কাজ পায় না, সেই অবস্থাকেই বেকারত্ব বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জাকিয়ার জানা তথ্য বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষালাভের নেতিবাচক অবস্থাকে নির্দেশ করে।
শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং দারিদ্র্য। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'— এ কথাটি উপলব্ধি করে সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনগুলো দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং জনগণের দারিদ্র্য অবস্থা শিক্ষার সুযোগকে সহজলভ্য করছে না।
উদ্দীপকে জাকিয়া জানতে পারে, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৩.৬%। ইউনিসেফের তথ্যমতে, বাংলাদেশের শতকরা ৪০% শিশু স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায় তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাইমারি শিক্ষা শেষ না করে স্কুলে ছেড়ে চলে যায়— যা কিনা শিক্ষা লাভের নেতিবাচক অবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের এই অবস্থা বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার অপূরণজনিত সমস্যাকে নির্দেশ করে।
বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্য, অধিক জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষা লাভে অসুবিধার কারণে প্রথম যে সমস্যাটি দেখা দেয় সেটি হলো নিরক্ষরতা। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ ধারণা স্পষ্ট হয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। শিক্ষা লাভে মানুষ সচেতন হয়। শিক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য সব বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। শিক্ষার অভাবে মানুষের দক্ষতাও বাড়ে না। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সমাজে বেকারত্ব, দরিদ্রতা, অজ্ঞতা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। এমনকি সামাজিক অপরাধ প্রবণতার হারও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতাও অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষার অভাবে মানুষের নৈতিক অধঃপতন ও বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে শিক্ষালাভের দুরবস্থা তথা স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রাইমারি শিক্ষা শেষ না করে ঝরে পড়া সমাজে শিক্ষার অপূরণজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষা লাভ করা না গেলে সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ কমল লালদিঘি গ্রামের ছেলে। ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষিত হতে পারেনি। আজ কমল কর্মহীন জনগোষ্ঠীর একজন। জীবন কাটছে নানা পথে। হঠাৎ গ্রামটি নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে গেলে এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শহরে এসে ভীড় করে। এসব মানুষ কোনোভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নিয়েছে রাস্তাঘাট ও স্বল্প ভাড়ার বাসস্থান, যা এ দেশের বহুমুখী সমস্যার কেন্দ্রস্থল।

[মিরপুর কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

ক. একটি মানবিক চাহিদার নাম লেখো। ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসাবে খাদ্যের ভূমিকা কী? ২

গ. অপূরিত মানবিক চাহিদা সমাজে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির শক্তিশালী কারণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমলের জীবনে কোন চাহিদার অভাবজনিত প্রভাব লক্ষণীয় এবং উক্ত সমস্যার কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা একটি মানবিক চাহিদা।

খ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের ভূমিকা অপরিহার্য।

খাদ্য ছাড়া কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। এটি মানুষের দেহের তাপশক্তি উৎপাদন করে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করে।

গ মানবিক চাহিদাগুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি। এসব চাহিদার অভাবজনিত কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয় বিধায় সমাজের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায় অপরাধ সৃষ্টির শক্তিশালী কারণ অপূরিত মানবিক চাহিদা।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। এ চাহিদাগুলো পূরণের অভাবে মানুষের মাঝে পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি, বেকারত্ব দেখা দেয়। তাছাড়া পরিবেশ দূষণ ও নৈতিক অধঃপতনের মত নানা সমস্যা দেখা দেয় যা অপরাধ প্রবণতা কারণ হিসাবে দেখা দেয়। কারণ মানুষ মানবিক চাহিদা বৈধ বা অবৈধ যেকোনো উপায়ে পূরণ করার চেষ্টা করে। যখন মানুষ বৈধভাবে পূরণ করতে পারে না, তখন সে নানারকম অপরাধ যেমন- হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, পাচার ইত্যাদি করে থাকে।

উদ্দীপকের কমল একজন ভাল ছাত্র হলেও সে দরিদ্র যে কারণে শিক্ষার মতো মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ায় কর্মহীন জীবন যাপন করছে। কিন্তু মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সে যে কোনো সময় অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই বলা যায়, অপূরিত মানবিক চাহিদা সমাজে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির শক্তিশালী কারণ।

ঘ উদ্দীপকের কমলের জীবনে শিক্ষার অভাবজনিত প্রভাব লক্ষণীয়।

শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই জ্ঞান মানুষের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, সুপ্ত পতিভার বিকাশ সাধন করে। কিন্তু অনেক সময় দরিদ্র মানুষ শিক্ষা অর্জন করে না পারায় বেকারত্ব, জনসংখ্যাধিক্য, নিরক্ষরতার মত সমস্যার সম্মুখীন হয়, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকে না। এর ফলে তারা অধিক সন্তানের জন্ম দেয়। যা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। নিরক্ষর ব্যক্তি কাজের ব্যবস্থা করতে পারেনা। ফলে সমাজে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। নিরক্ষর ব্যক্তি কর্মহীন থাকার কারণে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্যের কারণে তারা সঠিকভাবে তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। এর ফলে দেখা দেয় পুষ্টিহীনতা।

উদ্দীপকে কমলের জীবনে দারিদ্র্য একটি বড় সমস্যা। যার ফলে সে ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত হতে পারেনি। যে কারণে সে কর্মহীন জনগোষ্ঠীর জন হয়ে বেকার জীবন কাটাচ্ছে। যা তার জীবনে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, কমল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ায় উল্লিখিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যা তার সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত জীবন গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ আনিকা জানতে পারে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার ৫৭.৯ ভাগ। ইউনিসেফের তথ্য মতে, বাংলাদেশের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায়, তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. দারিদ্র্য কী? ১

খ. মানবসম্পদ কীভাবে উন্নয়ন করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে আনিকার জানা তথ্য বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের এই অবস্থা বাংলাদেশে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারিদ্র্য হলো সামাজিক মর্যাদার অর্থনৈতিক মাপকাঠি।

খ যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়।

কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। তারা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগাতিকে তরান্বিত করে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অধিক জনসংখ্যা প্রবণ দেশের জন্য তা অভিশাপ। কারণ এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এ বাড়তি জনসংখ্যা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই জনসংখ্যাকে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সম্পদে পরিণত করা যায়।

গ উদ্দীপকে আনিকার জানা তথ্য বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষার অপূরণজনিত অবস্থাকে নির্দেশ করে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। শিক্ষা বলতে জ্ঞান ও জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া দুটিকেই বোঝায়। শিক্ষা মানুষের মননশীলতা ও বিবেকের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এর মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিত্ব গঠন মানবিক মূল্যবোধ অর্জন, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষার পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী বর্তমানে দেশে স্বাক্ষরতার হার ৬৩.৬%। প্রায় ৩৬.৪% লোক এখনও নিরক্ষর। দরিদ্রতার কারণে এদেশের মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা মেটাতেই হিমশিম খেতে হয়। ফলে শিক্ষা অর্জন তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার আগেই অনেক শিশু ঝড়ে পড়ে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। এভাবে শিক্ষা স্তরকে প্রথম থেকে উচ্চতর ডিগ্রি ঢেলে সাজানো হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার ৫৭.৯ ভাগ। ইউনিসেফের তথ্য মতে, বাংলাদেশে শতকরা ৩৪ ভাগ শিশু স্কুল যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায় তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই স্কুল ছেড়ে চলে যায়। উদ্দীপকের এ তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের মৌল মানবিক শিক্ষার অপূরণজনিত সমস্যাকেই নির্দেশ করে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের শিক্ষার অপূরণজনিত অবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা। এ চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মৌলিক উৎস হিসেবে কাজ করে। যেমন- দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বর্তমান বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে এক নম্বর সমস্যা বলা হয়েছে। আর জনসংখ্যার বৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষার অভাব। অশিক্ষিত মানুষ জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে জানেনা তাই তারা অধিক হারে সন্তান জন্ম দেয়। এমনকি তারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। এছাড়া অশিক্ষিত মানুষ অসচেতন বিধায় তারা খাবারের পুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ ফলে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। একইসাথে মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আর এসব কিছুর পেছনে অসচেতনতা ও শিক্ষার অভাব কারণ হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষার পরিস্থিতিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। অথচ একমাত্র শিক্ষাই মানুষের এসব সমস্যা দূর করতে পারে। শিক্ষা যেমন মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ও আলোকিত করে তেমনি সমাজ ও দেশ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়। একজন শিক্ষিত সুনাগরিকই পারে একটি সুন্দর সমাজ গড়তে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ রহিম সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি তার দুই ছেলেমেয়েকে ভাল স্কুলে পড়ান। তাদের সকল চাহিদাই পূরণ করেন। কিন্তু তিনি ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, টিভি দেখা একদম পছন্দ করেন না। ছেলেমেয়ে দুটিকে পড়াশোনা নিয়ে অনেক চাপের মধ্যে রাখেন। ফলে তার ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। পড়াশোনাও ভাল করতে পারছে না। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারছে না।

[মুন্সিগুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১]

ক. মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা কোনটি? ১

খ. "মৌল মানবিক চাহিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি অপরিহার্য এবং সর্বজনীন"- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ছেলেমেয়ে দুটির কোন চাহিদার ঘাটতি রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশু দুটির সমস্যা সমাধানে কি তুমি কোন ভূমিকা রাখতে পারবে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য।

খ মৌল মানবিক চাহিদাগুলো সমাজে বেঁচে থাকা ও সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সব মানুষের জন্য একই রকম বিধায় এটি অপরিহার্য এবং সর্বজনীন।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো আজকের নয়। বরং এটি বিশ্বের সব মানুষের ক্ষেত্রে চিরকাল একইভাবে বিরাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই এ চাহিদা সর্বজনীন। অপরদিকে মানুষের সামাজিক সত্তা বিকাশে ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের গুরুত্বও অপরিহার্য।

গ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ একদিন তামান্না সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে বের হল। সে দেখল অনেক লোক রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে আছে। অনেকেই না খেয়ে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে। তার বয়সী একটি মেয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারে, সিরাজগঞ্জে তাদের বাড়ি। নদীর করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তায় ঠাঁই হয়েছে।

[শ্রীনগর সরকারি কলেজ মুন্সিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মৌল মানবিক চাহিদা কী? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা কয়টি ও কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাতীয় পর্যায়ে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে? ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় তাকে মৌল মানবিক চাহিদা বলে।

খ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা ছয়টি। এগুলো হলো, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা অর্জনে এই চাহিদাগুলো পূরণ করা জরুরি। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি হলো বাসস্থানের অভাব, যা সমাজে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো বাসস্থানের অভাব। দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, নদী ভাঙন প্রভৃতি কারণে প্রতিবছর এদেশের অনেক মানুষ গৃহহারা হয়ে পড়ে। এতে অনেকেই জীবিকার জন্য শহরে পাড়ি জমায়। শহরে প্রয়োজনীয় আবাসন না থাকায় বস্তি সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিবিএস (BBS) কর্তৃক সর্বশেষ ২০১৪ সালের বস্তিশুমারি অনুযায়ী দেশে মোট বস্তির সংখ্যা ১৩৯৩৮টি। শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনেই এ সংখ্যা ৩৩৯৪টি। এই বস্তিগুলোতে মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে। এতে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও অপরাধ মূলক কর্মকান্ড যেমন চুরি, ছিনতাই, খুন রাহাজানি, মাদকাসক্তি প্রভৃতির সূত্রপাত ঘটে। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, তামান্না একদিন সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে বের হয়ে দেখল, অনেক লোক রাস্তার পাশে ও খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে। সে জানতে পারে, নদীর করাল গ্রাসের শিকার হয়ে তারা রাস্তায় ঠাঁই নিয়েছে। এতে বোঝা যায়, উদ্দীপকে বাসস্থান সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর এ সমস্যা সমাজে উপরে বর্ণিত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঘ সরকারের গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে এই সমস্যা অর্থাৎ বাসস্থান সমস্যার সমাধান হতে পারে।

বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা বেশ প্রকট। বিশেষ করে গ্রামীণ, ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর ভুক্তভোগী। এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সরকার খাসজমির ওপর 'গুচ্ছ গ্রাম' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ২৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহায়ণ তহবিল গঠন করে। এ কর্মসূচির আওতায় গৃহ নির্মাণের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ২০৪,১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় যার আওতায় গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ৬৬,৪৬৯টি। এছাড়া সারাদেশে মোট ৫১৪টি NGO ৬৩টি জেলার ৪০৩টি উপজেলায় গৃহ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া সরকার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানে এ প্রকল্পের ফেজ-২ বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বাসস্থান সমস্যা দূর হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্দীপকে নির্দেশিত বাসস্থান সমস্যার সমাধান হতে পারে।

Teachingbd24.com

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

★★ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা

১. সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করলে মানুষের কোন চাহিদার উদ্ভব ঘটে? [জ্ঞান]
ক নিরাপত্তা খ খাদ্য
গ যৌন চাহিদা ঘ ঘুম **ক**

২. মানুষের কোন চাহিদাকে সামাজিক চাহিদাও বলা হয়? [জ্ঞান]
ক মৌলিক চাহিদাকে খ মানবিক চাহিদাকে
গ জৈবিক চাহিদাকে ঘ ঘুমের চাহিদাকে **ক**

৩. *Common Human Needs* 'গ্রন্থটি কে রচনা করেন? [জ্ঞান]
ক Walter A Friedlander
খ Charlotte Towle
গ Lawrence K Frank
ঘ Robert L Barker **খ**

৪. মৌলিক চাহিদার তুলনায় মানবিক চাহিদার পরিমাণ কেমন হয়ে থাকে? [জ্ঞান]
ক বেশি খ কম
গ সমান ঘ অনেক কম **ক**

৫. মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোনটি? [জ্ঞান]
ক পূরণ না হলে জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হবে
খ একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক নেই
গ মানবজাতির অসহায়ত্ব প্রকাশ করে
ঘ পরস্পর নির্ভরশীল **ঘ**

৬. চাহিদা কোন ধরনের প্রত্যয়? [জ্ঞান]
ক আপেক্ষিক খ মূর্ত
গ বিমূর্ত ঘ কাঙ্ক্ষিত **ক**

৭. সামাজিক জীব হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কী পূরণ করতে হয়? [জ্ঞান]
ক খাদ্যাভাব খ বাসস্থানের অভাব
গ বহুমুখী চাহিদা ঘ শিক্ষা **গ**

৮. 'চাহিদা হলো সেসব দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন যেগুলো মানুষের বেঁচে থাকা, কল্যাণ এবং বিকাশ ও পরিতৃপ্তির অপরিহার্য'-উক্তিটি কার? [জ্ঞান] *[ভাদিপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]*
ক রবার্ট এল বার্কার খ ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার
গ এম জি থ্যাকারি ঘ গর্ডন মার্শাল **ঘ**

৯. চাহিদা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
ক Essential খ Necessary
গ Need ঘ Obedient **গ**

১০. সমাজবিজ্ঞানী টোলে কয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন? [জ্ঞান]
ক চারটি খ পাঁচটি
গ ছয়টি ঘ সাতটি **গ**

১১. মৌলিক চাহিদা সম্পর্কিত— [অনুধাবন]
i. দেহের বৃদ্ধির সাথে
ii. দেহের বিকাশের সাথে
iii. সামাজিক বিকাশের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১২. মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পারলে ব্যাহত হবে— [অনুধাবন]
i. মানসিক বিকাশ
ii. ব্যক্তিত্ব গঠন iii. শারীরিক বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কলিম উদ্দিনের দশ বছরের মেয়ে রাহেলা সারাদিন বাবার সাথে অন্যের জমিতে কাজ করে। হাড়ভাঙা খাটুনির পরও প্রায় দিনই তারা পেটপুরে খেতে পারে না। এর ফলে রাহেলার শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ বাসা বেঁধেছে।

১৩. অনুচ্ছেদে রাহেলার যে চাহিদাটি পূরণ হচ্ছে না তাকে কী বলা হয়? [প্রয়োগ]
ক মৌলিক চাহিদা খ মানবিক চাহিদা
গ শারীরিক চাহিদা ঘ সামাজিক চাহিদা **ক**

১৪. উক্ত চাহিদার ওপর নির্ভরশীল — [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ
ii. দেহের ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
iii. ব্যক্তিত্ব গঠন ও মানসিক বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৫. সুষম খাদ্যে কয়টি উপাদান থাকা উচিত? [অনুধাবন]
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি **ঘ**

১৬. সভ্যতার প্রতীক কোনটি? [জ্ঞান]
ক বস্ত্র খ বাসস্থান
গ চিকিৎসা ঘ খাদ্য **ক**

১৭. সামগ্রিকভাবে মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য কীসের প্রয়োজন? [অনুধাবন]
ক চিকিৎসা খ বস্ত্র
গ শিক্ষা ঘ চিত্তবিনোদন **খ**

১৮. পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার একমাত্র অবলম্বন কোনটি? [জ্ঞান]
ক শহর খ গ্রাম
গ বাসস্থান ঘ নিরাপত্তা **গ**

১৯. 'শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও'-উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর
খ হযরত আবু বকর (রা)-এর
গ হযরত আলী (রা)-এর
ঘ হযরত ওমর (রা)-এর **ক**

Teachingbd.net

২০. কীসের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে? [অনুধাবন]
ক চিকিৎসা খ শিক্ষা
গ চিত্তবিনোদন ঘ নিরাপত্তা **খ**

২১. সুস্থ বিনোদন শিশুর মনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? [জ্ঞান]
ক ইতিবাচক খ নেতিবাচক
গ ক্ষতিকর ঘ সৃষ্টিধর্মী **ক**

২২. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে মৌল মানবিক চাহিদার কথা বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১১ নং অনুচ্ছেদে খ ১৫ নং অনুচ্ছেদে
গ ২৩ নং অনুচ্ছেদে ঘ ২৯ নং অনুচ্ছেদে **খ**

২৩. আমাদের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৮নং খ ১০নং
গ ১২নং ঘ ১৪নং **খ**

২৪. বাংলাদেশের কয়টি চাহিদা মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত? [জ্ঞান]
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ সাতটি **ঘ**

২৫. কোনটি পূরণের চেষ্টা মানুষের জীবনব্যাপী? [জ্ঞান]
ক সাধারণ চাহিদা খ সামাজিক চাহিদা
গ রাজনৈতিক চাহিদা ঘ মৌলিক চাহিদা **ঘ**

২৬. সামাজিক চাহিদার জন্ম হয় কেন? [অনুধাবন]
ক গবেষণার ফলে খ শিক্ষণের ফলে
গ চাহিদার ফলে ঘ নৈতিকতার ফলে **খ**

২৭. কীভাবে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে? [অনুধাবন]
ক আইনের মাধ্যমে খ গবেষণার মাধ্যমে
গ শিক্ষার মাধ্যমে ঘ সংবিধানের মাধ্যমে **ঘ**

২৮. পুষ্টিহীনতা যথার্থ কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক পরিচ্ছন্ন খাদ্যের অভাব
খ ভিটামিন জাতীয় খাদ্যের অভাব
গ সাধারণ খাদ্যের অভাব
ঘ সুষম খাদ্যের অভাব **ঘ**

২৯. মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অধিক উপযোগী? [অনুধাবন]
ক অন্ন খ বস্ত্র
গ শিক্ষা ঘ বাসস্থান **খ**

৩০. প্রাণী-পাখি ও পতঙ্গের অন্যতম একটি চাহিদা হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য? [প্রয়োগ]
ক খাদ্য খ পানি
গ চিকিৎসা ঘ নিরাপদ আশ্রয় **ঘ**

৩১. মানুষের চিন্তাশক্তি ও মনের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে কোনটি বেশি উপযোগী? [জ্ঞান]
ক গবেষণা খ শিক্ষা
গ চিত্তবিনোদন ঘ ভ্রমণ **খ**

৩২. বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করে মানুষ জীবন সংগ্রামের জন্য উপযোগী হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
ক শিক্ষার মাধ্যমে খ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
গ গবেষণার মাধ্যমে ঘ টিভি দেখার মাধ্যমে **ক**

৩৩. সামাজিক মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা কোনটি? [জ্ঞান]
ক সামাজিক নিরাপত্তা খ রাজনৈতিক নিরাপত্তা
গ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
ঘ সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা **ক**

৩৪. স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা মানুষের মৌল চাহিদা হিসেবে বিবেচিত। এর কারণ হলো- [অনুধাবন]
[সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]
ক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বলে
খ চিন্তার মাধ্যম বলে
গ সহজাত গুণাবলি বিকাশের মাধ্যম
ঘ নেতৃত্বের পূর্বশর্ত বলে **গ**

৩৫. ব্যক্তি স্বাধীনতা কোন চাহিদার অন্তর্ভুক্ত? [জ্ঞান]
[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]
ক মৌলিক চাহিদা খ অর্থনৈতিক চাহিদা
গ সাংস্কৃতিক চাহিদা ঘ মানবিক চাহিদা **ঘ**

৩৬. নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্র কীভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে? [অনুধাবন]
ক গবেষণার মাধ্যমে খ জনমতের মাধ্যমে
গ ভোটের মাধ্যমে ঘ আইনের মাধ্যমে **ঘ**

৩৭. জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ নির্ভর করে কীসের ওপর? [অনুধাবন]
ক দেশের সামাজিক অবস্থার ওপর
খ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর
গ দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর
ঘ দেশের ভৌগোলিক অবস্থার ওপর **খ**

৩৮. বাংলাদেশে কীসের প্রভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ন্যূনতম খাদ্যগ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না? [অনুধাবন]
ক খাদ্য ঘাটতির খ বাজেট ঘাটতির
গ অর্থের ঘ সম্পদের **ক**

৩৯. খাদ্য হচ্ছে সেই সকল বস্তু বা দ্রব্য যা— [অনুধাবন]
i. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে
ii. শরীরের বৃদ্ধিসাধন করে
iii. শরীরকে দুর্বল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৪০. বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. এটি মানুষের লজ্জা নিবারণ করে
ii. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে
iii. বিভিন্ন প্রাকৃতিক আঘাত থেকে রক্ষা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪১. মানুষ আবাসস্থলে বসবাস করে— [অনুধাবন]
i. গোপনীয়তা প্রকাশ করার জন্য
ii. সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য
iii. সামাজিক নিরাপত্তার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৪২. শিক্ষা সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে
ii. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করে
iii. শিক্ষা মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd

★★ বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি; খাদ্য ও বস্ত্র

৪৩. কোনো দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বিষয়বস্তু নির্ভর করে কীসের ওপর? [অনুধাবন]
ক সামাজিক অবস্থার ওপর
খ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর
গ আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর
ঘ রাজনৈতিক অবস্থার ওপর **গ**

৪৪. মানুষ খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে খাদ্য জোগারের চেষ্টা করে কীভাবে? [জ্ঞান] *[ব্যাপনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]*
ক আন্দোলনের মাধ্যমে খ বিপ্লবের মাধ্যমে
গ অপরাধের মাধ্যমে ঘ সহিংসতার মাধ্যমে **গ**

৪৫. বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এর যথার্থ কারণ— [অনুধাবন]
ক কৃষিভূমি হ্রাস খ জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ কৃষকের সংখ্যা হ্রাস ঘ শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি **ক**

৪৬. সামাজিকতা রক্ষা ও সভ্য জীবনযাপনের সাথে নিচের কোন চাহিদাটি সম্পৃক্ত? [জ্ঞান]
ক খাদ্য খ চিত্তবিনোদন
গ স্বাস্থ্য ঘ বস্ত্র **ঘ**

৪৭. বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে কয়টি কটন স্পিনিং মিল রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৩৫২টি খ ৩৬২টি
গ ৪০৭টি ঘ ৩৯৮টি **গ**

৪৮. আমাদের দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ৪১৫টি খ ৪২৯টি
গ ৪১৭টি ঘ ৪১৮টি **খ**

৪৯. বাংলাদেশে বস্ত্রের চাহিদা কীভাবে পূরণ করা হয়? [অনুধাবন] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক তুলা আমদানি করে
খ পুরাতন কাপড় আমদানি করে
গ নতুন কাপড় আমদানি করে
ঘ টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠা করে **খ**

৫০. আমাদের দেশের লোকজনের বস্ত্রের চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে— [অনুধাবন]
i. কম উৎপাদনের জন্য
ii. অর্থের অভাবে
iii. সহজপ্রাপ্যতার অভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৫১. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন হিসেবে মানবজীবনে বস্ত্রের প্রয়োজন কারণ— [অনুধাবন]
i. ধর্মীয় বিধিবিধান রক্ষা করা
ii. প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা
iii. সামাজিক জীব হিসেবে সামাজিকতা রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫২. বস্ত্র সমস্যা স্থায়িত্ব লাভ করে— [অনুধাবন]
i. বস্ত্র শিল্পে সৃষ্ট অনিয়মের কারণে
ii. অদক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে
iii. উৎপাদন হ্রাসের প্রভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বাসস্থান

৫৩. পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার একমাত্র অবলম্বন কোনটি? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক শহর খ গ্রাম
গ বাসস্থান ঘ নিরাপত্তা **গ**

৫৪. মানুষের জন্য আবশ্যক কোনটি? [জ্ঞান] *[বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক চিত্তবিনোদন খ শিক্ষা
গ নিরাপত্তা ঘ বাসস্থান **ঘ**

৫৫. বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? [জ্ঞান]
ক ১০০৫ জন খ ১০১০ জন
গ ১০১৫ জন ঘ ১০২০ জন **গ**

৫৬. পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যমতে, ঢাকা শহরে কত ভাগ লোক বস্তিতে বাস করে? [জ্ঞান]
ক ২২% খ ২৩%
গ ২৪% ঘ ২৫% **ঘ**

৫৭. বাসস্থানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— [অনুধাবন]
i. স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য
ii. নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য
iii. সমাজ ও সভ্যতাকে স্থায়ী রূপদানের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৮. স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে— [অনুধাবন]
i. স্থায়ী ও নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের অভাবে
ii. পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে
iii. উন্নত বস্ত্র পরিধান করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ শিক্ষা

৫৯. বাংলাদেশে কত শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২০১০ খ ২০১১
গ ২০১২ ঘ ২০১৩ **ঘ**

৬০. কোনটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে? [জ্ঞান] *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক চিকিৎসা খ শিক্ষা
গ চিত্তবিনোদন ঘ নিরাপত্তা **খ**

৬১. বাংলাদেশে বর্তমান সাক্ষরতার হার কত? [জ্ঞান] *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*
ক ৫৬.৮ শতাংশ খ ৬২.৩ শতাংশ
গ ৫৮.৬ শতাংশ ঘ ৬০.২ শতাংশ **খ**

৬২. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষার প্রতি নজর দিতে না পারার যথার্থ কারণ কোনটি? [অনুধাবন] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক বস্ত্র চাহিদার অপূরণ
খ বাসস্থান চাহিদার অপূরণ
গ স্বাস্থ্যহীনতা
ঘ খাদ্য চাহিদার অপূরণ **ঘ**

৬৩. বাংলাদেশে কত সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২০০৯ সাল খ ২০১০ সাল
গ ২০১১ সাল ঘ ২০১২ সাল **ক**

৬৪. বাংলাদেশে সর্বশেষ কত সালে নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়?
ক ২০০৯ সালে খ ২০১০ সালে
গ ২০১১ সালে ঘ ২০১২ সালে **খ**

Teachingbd.com

৬৫. মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষাকে যেভাবে বিশেষায়িত করা যায় তা হলো— [অনুধাবন]
i. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক
ii. মানবসভ্যতা বিকাশের প্রধান উপকরণ
iii. বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৬. শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের জন্য— [অনুধাবন]
i. পাঠ্যপুস্তকের আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে
ii. শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে
iii. মুখস্থ নির্ভরতা বর্জন করে সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' একজন সাদা মনের মানুষ। তিনি স্ব-উদ্যোগে বাসায় একটি পাঠাগার গড়ে তুলেছেন। এলাকার যে কেউ তার পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়তে পারেন। সারাজীবনের আয় দিয়ে তিনি এ পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। *[কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ]*

৬৭. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর উদ্যোগটি কোন মৌল মানবিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত? [প্রয়োগ]
ক চিত্তবিনোদন খ সামাজিক নিরাপত্তা
গ শিক্ষা ঘ স্বাস্থ্য **গ**

৬৮. জনাব 'ক' এর উদ্যোগটির ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. জনগণের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হয়
ii. জনগণের মানসিক প্রশান্তির সুযোগ হয়
iii. সকল মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন

৬৯. বাংলাদেশের হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ১৮৩০ জন খ ১৮৪০ জন
গ ১৮৫০ জন ঘ ১৬৯৮ জন **ঘ**

৭০. এদেশে প্রতি কতজন লোকের জন্য একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১৮২০ জন খ ২২৩০ জন
গ ২৫৪০ জন ঘ ২১২৯ জন **ঘ**

৭১. বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ১ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার কতজন? [জ্ঞান] *[ভূমিকা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ২০ জন খ ৩০ জন
গ ৩৫ জন ঘ ৪০ জন **গ**

৭২. বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে কয়টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১৬টি খ ১৭টি
গ ১৮টি ঘ ২২টি **ঘ**

৭৩. কোন উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে? [অনুধাবন]
ক জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে
খ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে
গ পুষ্টি কার্যক্রম বিস্তারে
ঘ কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে **ক**

৭৪. বাংলাদেশে কত সালে ডিস-অ্যান্টেনা চালু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৯১ সালে খ ১৯৯২ সালে
গ ১৯৯৩ সালে ঘ ১৯৯৪ সালে **গ**

৭৫. বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি সরকারি সম্প্রচারমূলক মাধ্যম রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি **ক**

৭৬. স্বাস্থ্যহীনতার ফলে— [অনুধাবন]
i. জনগণের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় না
ii. কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়
iii. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৭. সৃজনশীল কাজ ও গঠনমূলক চিন্তার খোরাক জোগায়— [অনুধাবন]
i. নির্মল আনন্দ
ii. চিত্তবিনোদন iii. পুষ্টিকর খাবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাফর সাহেব একজন কর্মব্যস্ত মানুষ। সারাদিন অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। রাতে যখন বাসায় ফিরেন তখন তিনি একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন থাকেন। স্ত্রী সন্তানদের সাথে কথা বলার মত সময়ও তিনি পান না।
[শামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

৭৮. জাফর সাহেবের জীবনে কোন চাহিদার অভাব দেখা দিচ্ছে? [প্রয়োগ]
ক নিরাপত্তা খ শিক্ষা
গ ব্যবস্থান ঘ চিত্তবিনোদন **ঘ**

৭৯. উক্ত চাহিদা পূরণ না হলে জাফর সাহেবের— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. কর্মোদ্দীপনা কমে যাবে
ii. জীবনে একঘেয়েমীভাব চলে আসবে
iii. মানবিক মূল্যবোধ লোপ পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা

৮০. পুষ্টিহীনতা দেখা দেয় কেন? [অনুধাবন]
ক পরিমিত খাদ্যের অভাবে
খ শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাবে
গ দামি খাদ্যের অভাবে
ঘ সময়মতো খাবার না খেলে **ক**

৮১. বাংলাদেশে কী পরিমাণ লোক এখনও নিরক্ষর? [জ্ঞান]
ক ৩৪% খ ৪২%
গ ৪৮% ঘ ৫০% **খ**

৮২. বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়— [অনুধাবন]
ক শহরায়নের ফলে খ আর্থিক কারণে
গ বাসস্থানের অভাবে ঘ বিশ্বায়নের প্রভাবে **গ**

৮৩. বাংলাদেশে অনেক মানুষ পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয়— [অনুধাবন]
i. দারিদ্র্যের কারণে
ii. খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে
iii. পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.xyz

৮৪. বস্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো— [অনুধাবন]
i. দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ
ii. নদী ভাঙন
iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

৮৫. বিশ্বে Least Development Countries এর সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ৩৫টি খ ৪০টি
গ ৫০টি ঘ ৫৫টি **গ**

৮৬. বাংলাদেশে শতকরা কী পরিমাণ লোক ৫৯ বছরের উর্ধ্বে? [জ্ঞান]
ক ৪.১% খ ৫.২%
গ ৬.১% ঘ ৭.২% **গ**

৮৭. আমাদের দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ কীসের ওপর নির্ভরশীল? [জ্ঞান] /রায়হান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক কৃষির খ ব্যবসার
গ শিক্ষকতার ঘ চাকরির **ক**

৮৮. শিল্পের প্রসারের জন্য কী করা প্রয়োজন? [অনুধাবন]
ক তাঁত শিল্পের উন্নয়ন খ কৃষির উন্নয়ন
গ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
ঘ যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি **খ**

৮৯. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না কীসের অভাবে? [অনুধাবন]
ক সরকার স্থিতিশীল না হলে
খ সুষ্ঠু অবকাঠামোর অভাবে
গ সুশাসনের অভাবে
ঘ মৌল চাহিদা পূরণ না হলে **ক**

৯০. মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে কোনটি? [অনুধাবন]
ক নির্ভরশীল জনসংখ্যা খ বেকারত্ব
গ শিল্পকারখানার অভাব
ঘ অতি দরিদ্র **ক**

৯১. বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. বেকাররা সহজেই মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে
ii. কর্মক্ষম লোকের তুলনায় কর্মসংস্থান কম
iii. বেকাররা অন্যের ওপর নির্ভরশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৯২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত— [অনুধাবন]
i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. সুশাসন
iii. কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

৯৩. নিচের কোনটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উদাহরণ? /সিলেট বোর্ড-২০১৫/
ক পেনশন খ দলীয় বিমা
গ প্রবীণ ভাতা ঘ কল্যাণ তহবিল **গ**

৯৪. একজন সাধারণ দরিদ্র বয়স্ক মানুষের জন্য নিচের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কোন উদাহরণটি প্রযোজ্য? [জ্ঞান] /নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/
ক পেনশন খ প্রবীণভাতা
গ দলীয় বিমা ঘ কল্যাণ তহবিল **খ**

৯৫. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত কী? [জ্ঞান] /শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ/
ক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
খ প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি
গ জাতীয় আয় বৃদ্ধি
ঘ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি **খ**

৯৬. সরকার গৃহীত VGF, GR, VGD প্রভৃতি কার্যক্রম জনসাধারণের কোন চাহিদাটি পূরণে ভূমিকা রাখছে? [জ্ঞান] /অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা/
ক খাদ্য খ শিক্ষা
গ বস্ত্র ঘ বাসস্থান **ক**

৯৭. বাংলাদেশে মোট কতটি সরকারি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৪২০টি খ ৪৪০টি
গ ৪৫০টি ঘ ৪৮২টি **ঘ**

৯৮. প্রথম বস্ত্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনটি? [অনুধাবন]
ক দেশিয় শিল্প বৃদ্ধি
খ দরিদ্রদের বস্ত্রপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
গ বস্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন
ঘ ধর্মীয় উৎসবে বস্ত্র বিতরণ **গ**

৯৯. জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ২০০১ খ ২০০৪
গ ২০০৩ ঘ ২০০৫ **ঘ**

১০০. বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০২১ ভিশনের অন্যতম লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]
i. ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা
ii. বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
iii. মানসম্মত পুষ্টি নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে বাধ্যতামূলক করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আওতায় এ উদ্যোগটি নেওয়া হয়।

১০১. অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারি উদ্যোগটি কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিচয় বহন করে? [প্রয়োগ]
ক শিক্ষা খ চিত্তবিনোদন
গ স্বাস্থ্য ঘ নিরাপত্তা **ক**

১০২. অনুচ্ছেদে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর পূর্ণরূপ ফুটে ওঠেনি, কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. এখানে কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে
ii. উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে
iii. সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com